অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

৬০ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৩, সেপ্টেম্বর ২০১৬

এ সংখ্যায়

জাতির পিতার সমাধিতে স্কাউট নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি
কোরবানির তাৎপর্য ও শিক্ষা
টঙ্গীর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড: স্কাউটদের সেবা
ইমেজ ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ
বি পি'র আত্মকথা
তথ্য-প্রযুক্তি
স্বদেশ বিবৃতি
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

DESCO

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

৬০ বর্ষ ৯ম সংখ্যা
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৩
সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ

যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫
ই-মেইল: bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

এ মাসেই মুসলমানদের পবিত্র হজ্জ ব্রত পালন ও ঈদুল আযহা। হজ্জের আহকামসমূহ পালন ও 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'... উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে করতে পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ করে হজ্জ ব্রত পালন করা হয়। হজ্জের সময় হাজীগণ 'কুরবানী'-র মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ ও ত্যাগ এর আহকাম পালন করেন। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ কুরবানীর মাধ্যমে ত্যাগ স্বীকার করার মহা আকাঙ্খায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। একে ত্যাগের উৎসব বলা হয়। এই ঈদুল আযহা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব।

গত বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ থেকে হজ্জ ব্রত পালন কারী হাজীসাহেবানদের সেবাদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকায় অস্থায়ী হজ্জ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটারদের সেবাদান এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীতে সেবা কাজে অংশ নিতে সরকারী প্রতিনিধি দলের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের ১৬ জন রোভার স্কাউট ও স্কাউটার অংশ নিয়েছেন।

আমরা এই মহতী কাজের প্রসংশা করছি। সেই সাথে ঈদুল আযহা উপলক্ষে কামনা করছি সকলের জীবনের অনাবিল সুখ-শান্তি।

অগ্রদূত পাঠক-পাঠিকা, সংবাদদাতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার, অন্যান্য জাতীয় কমিশনার ও নেতৃবৃন্দের স্কাউট সালাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শনের দৃশ্য।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত

প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

সূচীপত্র

জাতির পিতার সমাধিতে জাতীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দ	০৩
কোরবানির তাৎপর্য ও শিক্ষা	০৫
টঙ্গীর ভয়াবহ অগ্নিকান্ড: উদ্ধার কাজে স্কাউটদের সেবা	০৬
"কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা"	০৭
Bangladesh Scouts Celebrate the International Peace Day-2016	০৮
যদি লক্ষ্য থাকে অটুট...	০৯
সুন্দর হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১০
ইমেজ ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ	১১
গার্ল ইন স্কাউটিং ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স	১২
আত্মকথা– লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	১৩
জানা অজানা	১৫
চিত্র-বিচিত্র	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী	২৫
স্বদেশ-বিবৃতি	২৬
ছড়া-কবিতা	২৭
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
খেলা-ধুলা	৩০
স্বাস্থ্য-কথা	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'অগ্রদূত অনুষ্ঠান'

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃধবার নিয়মিতভাবে স্কাউটিং বিষয়ক অনুষ্ঠান 'অগ্রদূত' সম্প্রচারিত হচ্ছে। কাব, স্কাউট ও রোভারদের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানটি তৈরি করা হয়। যে কোন ইউনিট অগ্রদূত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ইউনিটগুলোর বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় সদর দপ্তর, ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।

তবে মানসম্মত বিষয় বিবেচনা করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবার বিকেল ৪টার সংবাদের পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্কাউটিং-এর ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করার সম্মিলিত প্রয়াসই হোক আমাদের অঙ্গীকার

– সম্পাদক, অগ্রদূত

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানের ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

জাতির পিতার সমাধিতে জাতীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দ

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে প্রতিনিধিদল স্কাউট সালাম প্রদর্শন ফাতেহা পাঠ এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। উল্লেখ্য, টুঙ্গীপাড়ায় এই উপস্থিতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলাদেশ স্কাউটস প্রথমবারের মতো ঘটলো।

প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ যথাক্রমে জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব আখতারু জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, কাজী নাজমূল হক, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক), জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জনাব নুসরত হোসেন, সদস্য, একাদশ জাতীয় রোভার মুট সাংগঠনিক কমিটি, জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম), জনাব কে.এম সাইদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল, জনাব সাব্বির আহমেদ, পিএস টু সচিব, জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন), জনাব মোঃ শামসুল হক, পরিচালক (সংগঠন), জনাব মোঃ মশিউর রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনাব মাহফুজা পারভীন, উপ পরিচালক (গার্ল ইন স্কাউটিং), জনাব তাপস কান্তি গোলদার, সহকারী পরিচালক (আন্তর্জাতিক), জনাব শর্মিলা দাস, সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম), জনাব হামজার রহমান শামীম, সহকারী পরিচালক, ফরিদপুর জোন।

জাতীয় নেতৃবৃন্দ সমাধিস্থলে পৌঁছালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গোপালগঞ্জ জেলার সভাপতি জনাব এমদাদুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুব আলী খান, জনাব মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, গোপালগঞ্জ জেলা ও জেলা রোভার এবং জনাব এস এম এমরান হোসেন, পুলিশ সুপার, গোপালগঞ্জ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, জেলা রোভার, জেলা স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ আবদুল হালিম, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল খায়ের বাশার, পৌর মেয়রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, উপজেলা স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ, রোভার স্কাউট, স্কাউট ও কাব স্কাউটরা স্বাগত জানান।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

জাতির পিতার সমাধিতে স্কাউট নেতৃবৃন্দ

স্কাউটসের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে বঙ্গবন্ধু সমাধি কমপ্লেক্স-এ স্বাগত জানান জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ

জাতির জনক এর সমাধিস্থলে পৌছানোর পর জাতীয় নেতৃবৃন্দ জেলা রোভার, জেলা স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ, উপজেলা স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ, রোভার স্কাউট, স্কাউট ও কাব স্কাউটগণ মিলে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর জাতির জনকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসেবে সকলে মিলে স্কাউট সালাম দেন। সালাম শেষে ফাতেহা পাঠ করা হয় এবং উপস্থিত সকলে মিলে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। দোয়া শেষে জাতির জনক এর সমাধি কমপ্লেক্স এর বৈঠকখানায় স্থানীয় রাজনৈতিক ও স্কাউট নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক ও স্কাউট নেতৃবৃন্দ আগামী একাদশ জাতীয় রোভার মুট বাস্তবায়নের জন্য টুঙ্গিপাড়াকে প্রাথমিকভাবে স্থান হিসেবে নির্বাচন করায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে জানান, আগামী একাদশ জাতীয় রোভার মুটে প্রায় ৮০০০ রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবেন। রোভার স্কাউট বয়সী ছেলে ও মেয়েরা একত্রে স্বাধীনতার স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার সমাধিতে আসবে এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানবে, ফলে রোভার স্কাউট বয়সী ছেলে মেয়েরা স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে। তিনি বলেন আর এই উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ স্কাউটস একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর ভেন্যু হিসেবে টুঙ্গিপাড়াকে নির্বাচন করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মতি ও নির্দেশনা অনুসারে ভেন্যু নির্বাচন চূড়ান্তকরণ করা হবে।

মতবিনিময় শেষে একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর ভেন্যু হিসেবে নির্বাচনের জন্য চারটি স্থান পরিদর্শন করা হয়। স্থানসমূহ যথাক্রমে: ১। শেখ লুৎফর রহমান সেতু, টুঙ্গিপাড়া, ২। বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ এলাকা, টুঙ্গিপাড়া, ৩। মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, গোপালগঞ্জ সদর, ৪। মানিকদাহ হাউজিং প্রকল্প, গোপালগঞ্জ সদর।

একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর স্থান নির্বাচন বিষয়ক সভা: একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর ভেন্যু হিসেবে চারটি স্থান পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভেন্যু নির্বাচন বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি, একাদশ জাতীয় রোভার মুট সাংগঠনিক কমিটি। সভায় প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান। সভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গোপালগঞ্জ জেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পৌর মেয়র, গোপালগঞ্জ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, জেলা রোভার ও জেলা স্কাউটসের নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতি, একাদশ জাতীয় রোভার মুট সাংগঠনিক কমিটি, রোভার মুট বাস্তবায়নে কি কি অবকাঠামো সুবিধা লাগবে, কি পরিমান জায়গা লাগবে, কতগুলো তাঁবু লাগবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। জেলা প্রশাসক প্রস্তাবিত স্থানসমূহের একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি স্থানের সুবিধা ও চ্যালেঞ্জসমূহ তিনি তুলে ধরেন। উপস্থিত সদস্যগণ নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) বলেন রোভার মুটের ভেন্যু যে স্থানে করা হোক না কেন, আমরা এমনভাবে প্রোগ্রাম প্রণয়ন করবো যাতে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে স্থলে যেতে হয় এবং রাত্রিযাপন করতে হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মতি ও নির্দেশনা অনুসারে ভেন্যু নির্বাচন চূড়ান্তকরণ করা হবে। একাদশ জাতীয় রোভার মুট বাস্তবায়নে জেলার স্কাউট, রোভার স্কাউট এর কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহায়তা কামনা করেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। এর পর নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের ৫৫২তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স পরিদর্শন করেন।

■ প্রতিবেদক: মোঃ মশিউর রহমান
জনসংযোগ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ স্কাউটস

কোরবানির তাৎপর্য ও শিক্ষা

যিলহজ্জের দশম দিনে গোটা বিশ্বের মুসলমানগণ স্ব-স্ব এলাকায় পবিত্র ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ উদযাপন করেন। ঠিক একই সঙ্গে সারা বিশ্বের সামর্থ্যবান মুসলমানরা মক্কা নগরীতে হজ্জ পালনের জন্য সমবেত হন। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান, দল-মত প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার চেতনা থেকেই একজন মুসলিম কোরবানির পশু জবেহ করে থাকেন।

মানুষ তার পাশবিক সত্তা তথা খাহেশাতকে পরিপূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত; এই প্রতিশ্রুতি বা শপথই হল কোরবানির শিক্ষা। এই কথায় কুরআনের আয়াতের প্রতিধ্বনি- 'নিশ্চয়ই আমার সালাত অর্থাৎ ইবাদাত, কোরবানি, জীবন এবং আমার মৃত্যু সবকিছু আল্লাহর জন্য' (সুরা: আনয়াম-১৬২)। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই কোরবানির বিধান চলে আসছে। প্রত্যেক উম্মতের ইবাদতের এ ছিল একটি অপরিহার্য অংশ। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানির এক রীতি পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যেন তারা ওসব পশুর উপর আল্লাহর নাম নিতে পারে যেসব আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন' (সূরা: হজ-৩৪)।

মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম কোরবানি হযরত আদম (আঃ)-এর দু'পুত্র হাবিল ও কাবিলের কোরবানি। আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্যের সততার কারণে হাবিলের কোরবানি কবুল হলো কিন্তু নিষ্ঠার অভাব ও অমনোযোগিতার কারণে কাবিলের কোরবানি আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হলো। কোরবানির ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)। মহান আল্লাহর জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সর্বোৎকৃষ্ট ত্যাগ এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর আত্মোৎসর্গ আল্লাহর কাছে এতই পছন্দ হলো যে তিনি ইব্রাহীম (আঃ) কে আপন বন্ধুরূপে (খলিলুলাহ) গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয় মহান আল্লাহ তাকে মুসলিম জাতির পিতার আসনে অভিষিক্ত করলেন এবং তার পুত্র ইসমাঈল (আঃ) এর পবিত্র বংশধারায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উত্থান ঘটালেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ত্যাগের ইতিহাসকে চিরঞ্জীব রাখার জন্য সর্বকালের সব সচ্ছল মানুষের জন্য কোরবানিকে বাধ্যতামূলক করলেন।

কোরবানির মৌলিক শিক্ষা: আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ সবকিছুই মহান আল্লাহর দান। পরম প্রভুর জন্য প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করতে পারাই কোরবানির শিক্ষা। কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বান্দার গোলামি প্রকাশ পায়, তার প্রভুর জন্য তার ভালোবাসা ও ত্যাগের মাত্রা নির্ণয়। আল্লাহর দান আল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে আমরা কতটা প্রস্তুত তারই একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষা হলো কোরবানি। আমাদের জীবন সম্পদ আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতিই গ্রহণ করি আমরা কোরবানির মাধ্যমে। কোরবানির দেয়ার মধ্যে মৌলিক যে কথাটি আমরা বলি তা হলো, 'আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সারা জাহানের 'রব' আল্লাহর জন্য' (সূরা: আনয়াম-১৬২)।

মূলত আমাদের জীবন ও সম্পদের মালিক আল্লাহ। এ দু'টো জিনিস আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যয় করাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি এবং জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন'- (সূরা: তওবা-১১০)। কাজেই জীবন-সম্পদ আল্লাহর এবং তা আমাদের কাছে আমানত। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও তার পছন্দনীয় পথে তা ব্যয় করাই ঈমানের দাবি। কোরবানি মানুষকে ঈমানের এ দাবি পূরণের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

কোরবানির প্রাণ শক্তি: কোরবানির উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ হতে হবে এবং তাতে ত্যাগের নজরানার বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। কোরবানি প্রদর্শন ইচ্ছা ও অহঙ্কারমুক্ত হতে হবে। অনেকেই বাহবা পাওয়ার জন্য ও আলোচিত ব্যক্তিত্ব হওয়ার লক্ষ্যে লক্ষাধিক টাকার গরু-উট কিনে লাল ফিতা বেঁধে পথে ঘোরান। এটা যেমন ঠিক নয় তেমনি কোনো সচ্ছল ব্যক্তির জন্য জীর্ণশীর্ণ কমদামী পশু কোরবানিও অনুচিত। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বাণীর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'ওইসব পশুর রক্ত-মাংস আল্লাহর কাছে কিছুতেই পৌঁছে না- বরঞ্চ তোমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের তাকওয়া তার কাছে পৌঁছে (সূরা: হাজ)। এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট, উদ্দেশ্যের সততা ও খোদাভীতি কোরবানি কবুলের শর্ত। পশুটি কত বড় ও কত দামের সেটা আল্লাহর কাছে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।

ভোগ নয় ত্যাগেই আনন্দ- এটিও কোরবানির একটি শিক্ষা। কোরবানির গোশত গরিবদের মাঝে বিতরণ করে তাদের মুখে হাসি ফোটানও কোরবানির অন্যতম লক্ষ্য। রাসূল (সাঃ) কোরবানির তিন ভাগের এক ভাগ গোশত গরিবদের মাঝে বিতরণ করাকে মুস্তাহাব করেছেন। ইচ্ছে হলে এর বেশি এমনকি সবটাও দান করা বৈধ। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। কোরবানির আগে ফ্রিজ ও ডিপ ফ্রিজ বিক্রির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এটা কেন? সম্মানিত পাঠকদের তা না জানার কথা নয়। কোরবানির গোশত খাওয়া ও সংরক্ষণ বৈধ, তবে তা করতে গিয়ে কোরবানির অন্যতম উদ্দেশে- 'অন্যের জন্য ত্যাগ' যেন লজ্জিত না হয় সেদিকে আমাদের সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু পশু কোরবানি নয়, পশুত্ব কোরবানিও কোরবানির অন্যতম লক্ষ্য। পশুর রক্ত প্রবাহিত করার সাথে আমাদের ভিতরকার পাশবিকতাকেও কোরবানি করতে হবে। পশু কোরবানির মাধ্যমে ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান এবং পশুত্ব কোরবানির মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়াই কোরবানির দাবি। কোরবানির মাধ্যমে ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা ইত্যাদি পশুত্বকে দমন করে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারলে আমাদের কোরবানি সার্থক হবে এবং সমাজে শান্তির সুবাতাস ছড়িয়ে পড়বে।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

টঙ্গীর ভয়াবহ অগ্নিকান্ডঃ উদ্ধার কাজে স্কাউটদের সেবা

১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শনিবার সকালে গাজীপুরের টঙ্গী বিসিক এলাকার ট্যাম্পাকো ফয়েলস কারখানায় নিচতলায় মূলফটকের পাশে স্থাপিত বয়লার বিস্ফোরণের মাধ্যমে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে টঙ্গী, জয়দেবপুর, ঢাকার কুর্মিটোলা ও আশুলিয়া ফায়ার সার্ভিসের ২৫টি ইউনিট তিন দিন চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিভানোর কাজে ফায়ার সার্ভিসের সাথে কাজ করে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আওতাধীন গাজীপুর জেলা রোভার হতে মোঃ আওলাদ হোসেন মারুফ, রোভার স্কাউট লিডার, মৌচাক মুক্ত স্কাউট দল, টঙ্গী সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট দল হতে ৪ জন রোভার স্কাউট মোঃ জুয়েল রানা, কেসব কুমার পাল, মোঃ আল-মামুন, মোঃ কামরুজ্জামান ও ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন গাজীপুর জেলা স্কাউটস-এর সিরাজ উদ্দিন সরকারি বিদ্যানিকেতন হতে স্কাউট ইয়াসিন এবং রেলওয়ে অঞ্চলের আওতাধীন ঢাকা জেলা রেলওয়ে-এর জিনিয়াস মুক্ত স্কাউট দল হতে ৫ জন রোভার স্কাউট মোঃ আরিফুল হক, মোঃ লোকমান হোসেন, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ আজিজুল ইসলাম, মোঃ মোমিনুল ইসলাম। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ দুপুরবেলায় স্কাউট সদস্যরা স্থান ত্যাগ করা হয়। স্কাউটদের সার্বিক কাজের পরামর্শ প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস। আগুনের তীব্রতায় চারতলা ভবনের একাংশ ধসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের তাপ কারখানার বাইরে আশপাশের বাসাবাড়ি, গোডাউন, ব্যাংক ও কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আহতদের টঙ্গী সরকারি হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলে ও উত্তরায় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উল্লেখ্য, উক্ত ভয়াবহ ঘটনা সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ৩৯ জন নিহত ও বহু কর্মী আহত হয়েছেন।

■ প্রতিবেদক: আওলাদ মারুফ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস

"কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা"

– মোঃ ইউনুস

অগ্রদূত-এ "বিচ্ছিন্ন ঘটনা" নামে এর আগেও লিখেছিলাম। আমার পরিচিত অনেকে পত্রের মাধ্যমে আরো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা লিখতে অনুরোধ করেছেন। তাই ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা লিখলাম।

১. এটি একটি স্কাউট ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা। আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। স্কাউট মাষ্টার ট্রেনিং ক্যাম্প। ক্যাম্পটি হয়েছিল রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমা সদরের রেল ষ্টেশনের পশ্চিমে রাজশাহী মহাসড়কের ডানে। গেট থেকে ৫০০ গজের মধ্যে। স্কুলটি বেশ বড়। টিনের ঘর নিচটা পাকা। দুইটি কোর্স একটি কাব মাষ্টার ও অপরটি স্কাউট মাষ্টার। কোর্স দুইটি আয়োজন করেছে রাজশাহী বিভাগীয় অর্গানাইজার- মোল্লা মোস্তাফিজুর রহমান (কোর্স লিডার)। কোর্স স্টাফ ছিলাম আমি (মোঃ ইউনুস, ডোমার), ফজলু ভাই সম্পাদক রাজশাহী অঞ্চল, ছালাম খাঁন চৌধুরী (রাজশাহী), খয়বর ভাই (জয়পুরহাট), আনোয়ার ভাই (পাঁচ বিবি), রাজেনদা (ঠাকুরগাঁও), ঢাকা থেকে এসেছেন মুফাখ্খর ভাই। কোয়াটার মাষ্টার ছিলেন নাটোর লোকাল স্কাউটের সেক্রেটারী, নাটোর বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি তার বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষককে আমাদের কোয়াটার মাষ্টারের দায়িত্ব দেন। কোয়াটার মাষ্টার সাহেব আমাদের অতি নিম্নমানের খাওয়াতেন। সকালের নাস্তা ভাল দিত না এবং রাত অথবা দিনের খাবারে কোন দিন মাছ অথবা মাংস ছিল না। প্রশিক্ষণার্থীরা খেপে গেলে 'কোয়াটার মাষ্টার সাহেব বলছেন "আমার কি? স্যার যেভাবে বলেন আমি সেভাবেই কাজ করি, সে ভাবেই খাওয়াই"।

ক্যাম্প ফায়ারের দায়িত্বে ছিলাম আমি। সালাম ভাই আমাকে বললেন, "ভাল, আনন্দদায়ক আইটেম দেখাতে হবে ক্যাম্প ফায়ারে। কারণ ক্যাম্প ফায়ারের প্রধান অতিথি SDO সাহেব। গ্রান্ড ক্যাম্প ফায়ারের আইটেম নির্বাচন করার দায়িত্ব পরে খয়বর ভাই, মুফাখ্খর ভাই এবং আমার উপর। গ্রান্ড ক্যাম্প ফায়ারের জন্য ৮ দলের ৮টি সুন্দর আইটেম নির্বাচন করলাম। এখন কার মত না। এখনতো শুধু নাচ আর গান। তখন ক্যাম্প ফায়ারে দেখান হোতো দেশের কোথায় কি আছে, ট্রেনারেরা কে কি ভাবে কথা বলেন সব জাড়ি গানের মাধ্যমে প্রকাশিত ও পরিবেশিত হত ক্যাম্প ফায়ারে। এক উপদলের একটি জাড়িতে সব দেখান হয়েছে ট্রেনাররা কেমন, কে, কিভাবে কথা বলেন, খাওয়া দাওয়া কেমন, জায়গায়টা কেমন ইত্যাদি। সূর্য ডুবার পূর্বেই SDO সাহেব এলেন। সম্পাদক সাহেব বেলা তিনটার দিকেই এসেছে তার দলবল নিয়ে। ও দিকে রান্না হচ্ছে ভাল খাবার পোলাও, খাসির মাংস, ডিম ও একটা সবজি। সন্ধ্যার পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে SDO সাহেব ক্যাম্প ফায়ারের উদ্বোধন করেন। "ক্যাম্প ফায়ার ক্যাম্প ফায়ার এই হল গো ক্যাম্প ফায়ার।" এই গানটির পর একটি দেশাত্ববোধক গান তারপর দুটি আইটেমের পরেই শুরু হল জারি গান। সবারই মন জারি গানে। গানের এক পর্যায়ে কোয়াটার মাষ্টারের বর্ণনা, কোয়াটার মাষ্টার কি খাওয়াতেন।

"সকালের নাস্তায় মেলে দুই পিচ রুটি ভাই,
সারাদিন আর কোন খাবার কিছু নাই,
সাতদিন আছি দুপুর রাতে মাছ
মাংসের দেখা মেলে নাই।

ব্যস, আর যায় কোথা– সম্পাদক সাহেব SDO সাহেবের দিকে একটু চাইলেন। মোল্লা মোস্তাফিজুর সাহেব রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, Get out - Get out যে দলটি গাচ্ছিল তারা মাঠ ছেড়ে ভো দৌড়। তারপর সব বন্ধ। আমরা বসে রইলাম। SDO সাহেব চলে গেলেন। সম্পাদক সাহেব তার দলবল নিয়ে চলে গেলেন। একটু পর কোয়াটার মাষ্টার সাহেব রান্না করা সব খাবার নিয়ে চলে গেলেন। আমরা একজন আরেক জনের মুখ চাওয়া চায়ি করে বসে রইলাম। সালাম ভাই এসে বললেন "এবার হল তো"। সারা রাত না খেয়ে কাটলো আমাদের। সকালে সালাম ভাই কোথা থেকে চিড়া আর গুড় এনে দিয়ে বললেন, চিড়া আর গুড় খেয়ে যে যার বাড়ি চলে যান। দুঃখ পেলাম- পোলাও মাংস সবই দেখলাম, খাওয়া হল না।

২. মৌচাকের একটি ঘটনা আমার কাছে কষ্টের হলেও আনন্দের। সবাই আনন্দ পেয়েছে- আমিও পরে হেসেছি। খুব হেসেছি। ১৯৭৪ কি ৭৫ সাল। স্কাউট লিডারদের বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক ট্রেনিং হচ্ছে মৌচাকে। ট্রেনিরা সবাই পৌঁছে গেছি মৌচাকে। সন্ধ্যার দিকে পুকুর পাড়ের দোতালাটায় (অর্ধ-সমাপ্ত) আমাদের থাকার জায়গা করা হয়েছে। আমার পার্শ্বের বিছানায় একদিকে খয়বর ভাই অপর দিকে খুলনার এক ভাই। সবাই গল্পে মশগুল। এমন সময় আমরা জানতে পারলাম যে মৌচাকে ট্রেনিং হবে না। আগামীকাল আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে। খোশ গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেও জানি না। গায়ে কিসের সুর সুরিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসলাম একটু দূর থেকে কানে ভেসে এল হাসির শব্দ। চারদিকে তাকিয়ে দেখি আমি বসে আছি পুকুর পাড়ের শানবাধনো ঘাটের একটু পশ্চিমে। ধান ক্ষেতের একটা আইলে। সেবার মৌচাকে মেইন এরিনাটা ছিল ধানের ক্ষেত। খুব ভয় পেলাম। ছালাম ভাই হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, "কিরে" ভয় পাইছিস? আমি একটু হাসতেই ছুটে এল মঞ্জু, আমিনুর ভাই এবং খয়বর ভাই। ভয় যেমন পেয়েছি হেসেছিও তেমনি। পরে জেনেছি ঘুমন্ত আমাকে কোলে করে এখানে এনেছে- সালাম ভাই ও আমিনূর ভাই। এখন মনে হলে ভয় লাগে- মৌচাকের তখনকার গুই সাপগুলির কথা ভেবে। এক একটি গুই সাপ রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাথা উচু করে থাকার দৃশ্য।

■ লেখক: লিডার ট্রেনার
দিনাজপুর অঞ্চল, বাংলাদেশ স্কাউটস

বিশ্ব শান্তি দিবসে বাংলাদেশ স্কাউটসের বিভিন্ন কর্মসূচি

Bangladesh Scouts Celebrate the International Peace Day-2016

Each year the International Day of Peace is observed around the world on 21 September. The General Assembly has declared this as a day devoted to strengthening the ideals of peace, both within and among all nations and peoples.

The Day's theme for 2016 is "The Sustainable Development Goals: Building Blocks for Peace."

The 17 Sustainable Development Goals were unanimously adopted by the 193 Member States of the United Nations at an historic summit of the world's leaders in New York in September 2015. The new ambitious 2030 agenda calls on countries to begin efforts to achieve these goals over the next 15 years. It aims to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all.

The Sustainable Development Goals are integral to achieving peace in our time, as development and peace are interdependent and mutually reinforcing. Every single one of the 17 Sustainable Development Goals is a building block in the global architecture of peace.

Bangladesh Scouts is also very happy to observe this day with great enthusiasm. It is mainly organized by MoP Team, Bangladesh. To spread the message of peace MoP team, Bangladesh took some initiatives to celebrate the day all over the country.

Bangladesh Scouts issued a circular to celebrate the "International Peace Day" all over the country with the participation of scouts along with non-scout youths. Most of the District Scouts and Upozilla Scouts took different kinds of activities to promote the Peace Message likes- Cycle Rally, Peace Rally, Blood Donation, Youth Speech for Peace, etc. All such colorful programs are being implemented by Bangladesh Scouts from root level to national level. In the afternoon, National Headquarters of Bangladesh Scouts arranged Peace Pledge and Tree Plantation program at National Headquarters. Scouters from National Headquarters and Scouts from different units actively participated in the program.

MoP Team, Bangladesh also organized a cycle and skating rally on 23rd September at Hatirjheel of Dhaka City. About 75 Scouts and Cub Scouts attended the rally. The colorful rally was inaugurated by Dr. Mozammel Haque Khan, Chief National Commissioner of Bangladesh Scouts. Treasurer, National Commissioners, Deputy National Commissioners and Professional Scout Executives of Bangladesh Scouts were present in the great initiative.

যদি লক্ষ্য থাকে অটুট...

রোভার সহচর

তিন মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে রোভার স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন, মটো, পতাকা, স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস, দড়িরকাজ, অনুমান ও পর্যবেক্ষণ, ল্যাশিং, আগুন জ্বালানো ও রান্না, ধর্মপালন, সমাজ সেবা, বিপি পিটি, হাইকিং, তাঁবুবাস ও আত্মউন্নয়নের মাধ্যমে রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সাপেক্ষে "মাই প্রোগ্রেসবুক" এ কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ ও লগবইয়ে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সদস্য স্তর

দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভের পর নয় থেকে বারো মাসেরমধ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাংগঠনিক কাঠামো, গঠন ও নিয়ম, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল, বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা, পাইওনিয়ারিং ও দড়িরকাজ, কম্পাস, মানচিত্র পাঠ, কম্পিউটার, বিশ্ব-বন্ধুত্ব কার্যক্রম, কোড-সাইফারসহ রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহসম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসারে যেকোনো একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এ স্তরে মেট কোর্সে অংশগ্রহণকরে "কুশলীব্যাজ" অর্জন, "শিক্ষকতাব্যাজ" এরকাজ শুরু, সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণসহ "স্বনির্ভরব্যাজ" ও "স্কাউটকর্মী ব্যাজ"এর কাজ শুরু করতে হবে সেইসাথে "মাই প্রোগ্রেসবুক" এ কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ ও লগবইয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সুযোগ পেলে 'কাব স্কাউট/স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স'-এ আগাম অংশগ্রহণ করা যাবে।

প্রশিক্ষণ স্তর

সদস্য স্তর উত্তীর্ণ করার পর নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রশাসডিনক কাঠামো, সাংগঠনিককাঠামো ও কার্যাবলী, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, স্থানীয় সরকার, জাতিসংঘ, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা, জাতীয় বাজেট, পাইওনিয়ারিং, সাঁতার, বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম ও কম্পিউটারসহ রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহসম্পর্কে জ্ঞানঅর্জন এবং রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসারে যেকোনো একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সমাজ সেবা/সমাজউন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণসহ এই স্তরে আন্দোলনের সেবার অংশ হিসেবেকাব/স্কাউট বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ সাপেক্ষে (যদি সদস্য স্তরে না হয়ে থাকে)"স্কাউট ইন্সট্রাক্টর ব্যাজ" অর্জন করতে হবে এবং "মাই প্রোগ্রেসবুক"-এ সকল কাজের রেকর্ডসংরক্ষণ ও লগবইয়ে লিপিবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে হবে।

সেবা স্তর

প্রশিক্ষণ স্তর পাশ করার ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, বাংলাদেশে জাতিসংঘ এবং এর কার্যাবলী, বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়াবিভাগ, আন্তর্জাতিক যুবসংস্থার কার্যাবলী, সার্ক এর কার্যাবলী, এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিয়ন ব্যতিত দুটি অঞ্চল ও দুটি দেশের কৃষ্টিসম্পর্কে জ্ঞানার্জনও ব্যবহারিককাজের অংশ হিসেবে পাইওনিয়ারিং, বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম, জরিপ কাজ, "পরিভ্রমণকারী ব্যাজ" অর্জন, রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে অর্ন্তভুক্ত কম্পিউটারের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানার্জন সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া এ স্তরে অন্য একটি রোভার স্কাউটগ্রুপ, একটি কাব স্কাউট গ্রুপ অথবা স্কাউট গ্রুপ পরিদর্শন, পিআরএস-দের নাম ও তথ্য জানা, শাপলাকাব/পিএস তৈরীতে সহযোগিতা করা, সমাজ সেবা/সমাজউন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনসহ রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে অর্ন্তভূক্ত বিষয় সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্পন্ন করতে হবে। "শিক্ষকতাব্যাজ" সদস্য স্তরে অর্জিত না হলে সেবাস্তরে অর্জন করা আবশ্যক। 'প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড' অর্জনের জন্য একজন রোভার স্কাউটকে সেবা স্তর থেকে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়নের মধ্যবর্তী সময়ে কাব স্কাউট/স্কাউট লিডার অ্যাডভান্স কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং "মাই প্রোগ্রেসবুক"-এ সমস্ত কাজের রেকর্ডসংরক্ষণ ও লগবইয়ে লিপিবদ্ধ করে তাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নিতে হবে।

সেবা স্তর উত্তীর্ণর পর যদি লক্ষ্য থাকে অটুট পিআরএস অজ্যনের জন্য

অর্জিত ব্যাজ সমূহের মূল্যায়নে পুনঃপাশ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জন সাপেক্ষে জাতীয় সদর দফতর হতে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট অ্যাওয়ার্ড ফরমের পাঁচ কপি পূরণ করে সংশ্লিষ্ট জেলায় নাম নিবন্ধনের জন্য এক কপি জমাদানও রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সম্পাদিত 'লগবই' জমা দিতে হবে। জেলা রোভারের মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়ে পর্যায়ক্রমে আঞ্চলিক পর্যায় ও জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক আয়োজিত পিআরএস মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে হবে। চূড়ান্তভাবে দক্ষতা ও যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে যোগ্যতা সম্পন্ন সকল রোভার স্কাউটকে জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক 'প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট'(পিআরএস)অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। যা এক অনাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদান করে থাকেন।

■ গ্রন্থনা: মো. গোলাম মোস্তফা
গ্রুপ সম্পাদক
বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপ, নওগাঁ

সুন্দর হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর আর্টস এন্ড ডিজাইন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৩ আগস্ট, ২০১৬ মঙ্গলবার, জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী 'সুন্দর হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ কর্মশালা' আয়োজন করা। আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের অর্থায়নে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। সুন্দর হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের মোট ১৪০ জন কাব স্কাউট এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। সকাল ৯টায় প্রার্থনা সঙ্গীত এর মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। তিনি তার বক্তব্যে আগত অতিথি ও কাব স্কাউটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি তার বক্তব্যে কাব স্কাউটাররা কিভাবে দিনব্যাপী কর্মশালা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ স্কাউট ব্যাক্তিত্ব বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। তিনি তার বক্তব্যে কাব স্কাউটদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেন যাতে তারা সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রতি মনযোগী হয়। এর সাথে বলেন এ প্রোগ্রামটি কাবিং এর শতবর্ষের অংশ হিসেবে কিছু তথ্য মুলক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কাব স্কাউটদের হাতে লিখন উপকরণ তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। প্রধান অতিথি হিসেবে কাব স্কাউটদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান, তিনি বলেন কাব স্কাউটদের জন্য এ ধরনের প্রোগ্রামের উদ্যোগ ভাল। তিনি এটিকে ইনোভেটিভ প্রোগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি তার ছোটবেলার স্মৃতিতে স্মরণ করে বলেন- হাতের লেখা ভাল হলে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়া যায়। কাব স্কাউটরা যাতে সৃজনশীলতার/ সৃষ্টিশীলতার কাজে নিজেদের মনোনিবেশ করেন এ ব্যাপারে প্রেরণা দেন। তার সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে চঞ্চলমতি কাব স্কাউটদের মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন। বক্তব্যের পর তিনি ক্যানভাসে স্বাক্ষরের মাধ্যমে সুন্দর হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ক্যানভাসে স্বাক্ষর করেন। ক্যানভাসে স্বাক্ষরের মাধ্যমে উদ্বোধনী আনুষ্ঠান ঘোষণা করা ছিল বাড়তি আনন্দ। উদ্বোধনী সমাপ্ত হওয়ার পর শুরু হয় কাব স্কাউটদের হাতে কলমে হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাবেক সিনিয়র, চিত্রশিল্পী লক্ষণ কুমার সূত্রধর, সহকারী পরিচালক (মতুরাম চৌধুরী), এছাড়া 'ফাইন হ্যান্ডরাইটিং স্কুলের' দক্ষ ৪ (চার) জন প্রশিক্ষক। প্রশিক্ষকরা অক্ষরের বেসিক ফর্ম ব্যবহার করে সহজে যাতে হাতের লেখা সুন্দর করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেন।

২৩ আগস্ট দিনটি ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল যে কারণে ৮০ জন কাব স্কাউটের জায়গায় আমরা ১২০ জন কাব স্কাউট পেয়েছি। এ যেন একটা মিলন মেলা। কাব স্কাউটদের কিচির-মিচির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে স্কাউট ভবনের শামস হল। মনে হয় সন্ধ্যায় ফিরেছে হাজারো পাখি গ্রামের কোন এক বাঁশঝারে যার কিচির-মিচির শব্দে বাড়তি আনন্দ দেয় যে কাউকে। এভাবে দিনব্যাপী সুন্দর হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ কর্মশালার কোর্সের এর সমাপ্ত হয় বিকেল ৪টায়।

■ প্রতিবেদক: মতুরাম চৌধুরী
সহকারী পরিচালক (আর্ট এন্ড ডিজাইন)

ইমেজ ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ শুক্রবার সকাল ৮:৩০টা থেকে জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ইমেজ ব্যান্ডিং ও মার্কেটিং ওয়ার্কশপ। দেশের সকল অঞ্চল থেকে আগত ৬০ জন স্কাউটার, ১৪ জন রোভার স্কাউট, ০৪ জন জাতীয় উপ কমিশনার, ০৬ জন রিসোর্সপারসন এবং সাপোর্ট স্টাফ মোট ৯৪ জন সক্রিয়ভাবে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে।

সেশন পরিচালনা করছেন জাতীয় উপ কমিশনার মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ সকাল ৯:৩০টায় ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সভাপতিত্ব করেন, জনাব এম এ কাদের সরকার, সভাপতি, জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, জনাব এমদাদ সিদ্দিকী, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল। এরপর স্ব- স্ব ব্যক্তি পরিচিতি শেষে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন, জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস। প্রধান অতিথি ও সভাপতির বক্তব্য শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ স্কাউটস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন, জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) বাংলাদেশ স্কাউটস, কাজী নাজমুল হক, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) বাংলাদেশ স্কাউটস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস ।

ওয়ার্কশপ উদ্দেশ্যঃ ১. স্কাউটিং এর ইমেজ, ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং কি? কি কাজের মাধ্যমে ইমেজ ও ব্র্যান্ডিং বৃদ্ধি করে সফলভাবে স্কাউটিং মার্কেটিং করা যায় সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ২. জনসংযোগ কি? অভ্যন্তরীন ও বহিঃ যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা এবং সফল যোগাযোগের পন্থা সম্পর্কে জানা। ৩. যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে স্কাউটিং প্রচার অধিক দৃশ্যমান করা। ৪. স্কাউটিং এর সংখ্যা বৃদ্ধিতে ইমেজ ব্র্যান্ডিং, যোগাযোগ ও মার্কেটিং এর সফল প্রয়োগ সম্পর্কে জানা। ৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার।

ওয়ার্কশপে ইমেজ ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ে চমৎকার ০২টি সেশন পরিচালনা করেন, জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব জামাল উদ্দিন শিকাদার, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস, জনসংযোগ ও যোগাযোগ বিষয়ে সেশন গ্রহণ করেন, জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস এবং ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া বিষয়ে সেশন গ্রহণ করেন, জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস। এছাড়াও ওয়ার্কশপ বাস্তবায়নে রিসোর্সপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস ও জনাব মশিউর রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটস।

সমাপনী অনুষ্ঠানঃ বিকাল ৪:৩০ মিনিটে ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে কাজী নাজমুল হক, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে দুইজনের বক্তব্য শেষে বক্তব্য রাখেন, জনাব মোঃ মশিউর রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটস। এরপর স্কাউট ব্যক্তিত্ব বক্তব্য রাখেন এবং সবাইকে ওয়ার্কশপে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমাপনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ প্রতিবেদক: এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ
উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)

গার্ল ইন স্কাউটিং ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনায় ১০-১৪ আগস্ট ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয় ৩৭২তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স। ২০২১ সালে বাংলাদেশে স্কাউটসের সদস্য সংখ্যা ২১ লাখে উন্নীত করার লক্ষ্যে গার্ল ইন স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে কোর্সটি আয়োজন করা হয়। বর্তমানে স্কাউটিং কার্যক্রমে গার্ল ইন স্কাউটসের অবদান লক্ষ্যনীয়। মোট ৩৬ জন অংশগ্রহনকারী ও ৯ জন প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে কোর্সটি পরিচালনা করেন জনাব মোসাঃ মাহফুজা পারভীন, উপ পরিচালক (গার্ল ইন স্কাউটিং)। কোর্সটি ১১ তারিখ সকালে শুরু হয়ে ১৪ তারিখ রাতে ক্যাম্প ফায়ার ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়। কোর্সটির উদ্বোধন করেন জাতীয় উপ কমিশনার(গার্ল ইন স্কাউটিং) জনাব মাহবুবা খানম।

কোর্স চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) জনাব আক্তারুজ্জামান খান কবির, গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি জনাব নাজমা শামস ও বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিসসহ অন্যান্য জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার ও প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ কোর্সটি পরিদর্শন করেন। তাবু জলসা অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ঘোষণা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের আন্তর্জাতিক বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন।

অংশগ্রহনকারীগণ জানান- তারা এই প্রশিক্ষণ নিয়ে স্কুলে দল খুলবেন এবং সঠিকভাবে দল পরিচালনা করবেন। তারা স্কাউটিংয়ের উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেয়ার বিষয়ে প্রশিক্ষকগণের কাছ থেকে পরামর্শ নেন। একজন প্রশিক্ষণার্থী তার দেড় বছরের বাচ্চাসহ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ব্রেস্ট ফিডিং বাচ্চাদের তদারকিসহ মহিলাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগের এটি অন্যতম পদক্ষেপ।

কোর্সের চতুর্থ দিন বেলা ১২:০০টায় বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ও চীনের রাষ্ট্রদূত মি. মা মিয়াংকিমসহ বাংলাদেশ স্কাউটসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ কোর্সটি পরিদর্শন করেন।

■ প্রতিবেদক: মেহেদী হাসান
অগ্রদূত সংবাদদাতা

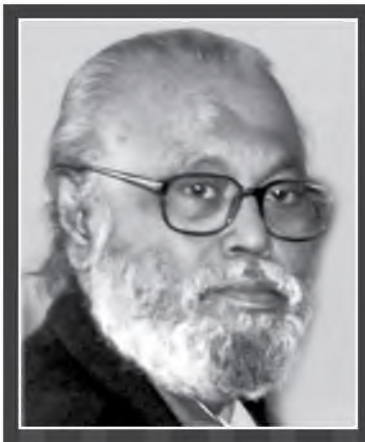

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ ও জাতীয় কমিশনার স্কাউটার জেড এ শামছুল হক ৮৭ বছর বয়সে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আমরা মরহুম এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

– সম্পাদক

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর এমএলএসএস অর্জুন স্রং ঢাকাস্থ বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাত্র ৩২ বছর বয়সে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি)।

আমরা মরহুম এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

– সম্পাদক

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

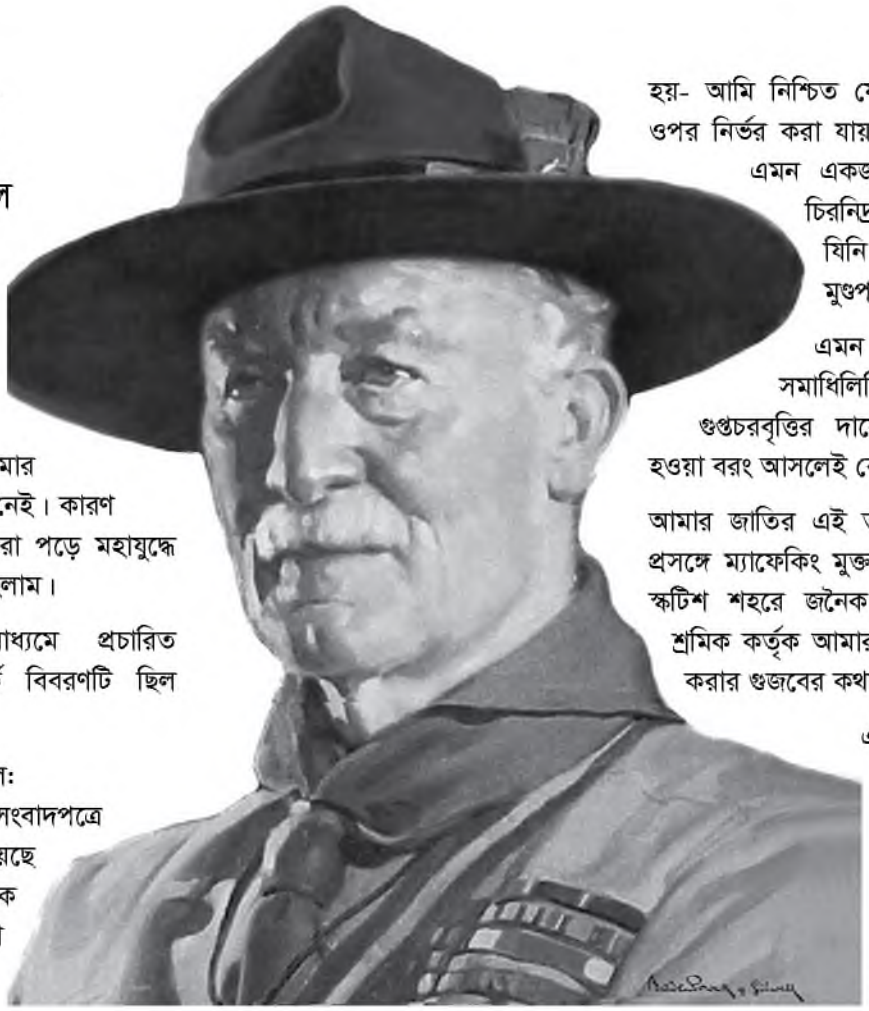

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

গুপ্তচর বৃত্তি সম্পর্কে আমার এখন আর কিছু বলার নেই। কারণ আপাতদৃষ্টিতে আমি ধরা পড়ে মহাযুদ্ধে গুপ্তচর হিসেবে নিহত হলাম।

আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত আমার মৃত্যু সম্পর্কে বিবরণটি ছিল এ রকম:

এর প্রথম তারবার্তা ছিল: "রবিবারের সংবাদপত্রে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ব্যাডেন পাওয়েলকে লন্ডন টাওয়ারে গোয়েন্দা হিসেবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি জার্মানি থেকে ফিরছিলেন। তিনি দুর্গের মানচিত্রসহ ধরা পড়েছিলেন। শত্রুদের কাছে তা পাচার করতে চেয়েছিলেন। পিটসবার্গ থেকে ফিরে আসা মি. ওয়েটারারি জানিয়েছেন যে, উক্ত ঘটনা তিনি জানতে পেরেছেন তাঁর ভাই ইংরেজ অফিসারের কাছ থেকে যিনি বিচারের সময় হাজির ছিলেন এবং গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন।"

এই দুঃখজনক কাহিনীর সংবাদপত্রের বিবরণটি এ রকম: 'ব্যাডেন পাওয়েল গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে নিহত।'

জানুয়ারি ১৪, ১৯১৬ পিটসবার্গ।

ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের পর জার্মান গুপ্তচর হিসেবে একজন ইংরেজ সৈনিক কর্তৃক নিহত।

বুয়র যুদ্ধে ম্যাফেকিং প্রতিরক্ষার নায়ক এবং বয় স্কাউট আন্দোলনের সংগঠক মেজর-জেনারেল রবার্টসন স্টিফেনসন স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল সম্পর্কে যা ঘটেছিল: তিনি যখন লন্ডনে ফিরে যান তখন কতগুলো কাগজপত্রসহ ধরা পড়েন। সেগুলোতে ছিল গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন দুর্গের মানচিত্র। বলা হয়েছে সেগুলো তিনি ইংল্যান্ডের শত্রুদের কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। এ বিবরণ যিনি তৈরি করেছেন তিনি নিজেকে ব্যারিস্টার বলে দাবি করেন এবং তাঁর ভাই হত্যার ঘটনাটি দেখেছেন।

তিনি আজ রাতে বলেছেন, 'কাহিনীটি সত্য। আমি আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। আমার ভাই নিজের চোখে তা দেখেছে। আমার ভাই বর্ণনা দিয়েছে, ব্যাডেন পাওয়েল ঘটনাস্থলে হেঁটে গেছেন অকম্পিতভাবে। তাঁর চোখের ওপর যখন ঢাকনা দেওয়া হয় তখন তিনি শুধু বলেন 'বিধাতা দয়া করুন'। বিবরণ যদি সত্য হয়- আমি নিশ্চিত যে আমার ভাইয়ের ওপর নির্ভর করা যায়- তাহলে ইংল্যান্ড এমন একজন বীর সন্তানকে চিরনিদ্রায় শায়িত করল যিনি বিদেশে শত্রুদের মুণ্ডপাত করেছেন।'

এমন একটি চমৎকার সমাধিলিপি লাভ করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে গুলিতে নিহত হওয়া বরং আসলেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমার জাতির এই তালগোল পাকানো প্রসঙ্গে ম্যাফেকিং মুক্ত করার রাতে এক স্কটিশ শহরে জনৈক কারখানা মহিলা শ্রমিক কর্তৃক আমার প্রতিকৃতি কবরস্থ করার গুজবের কথা উল্লেখযোগ্য।

এর জন্য প্রেসিডেন্ট ক্রুগার ও আমার শনাক্তকরণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। আমি সম্প্রতি জেনারেল স্মাটের কাছ থেকে একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পেয়েছি।

তিনি আমাকে বলছেন যে, বুয়র যুদ্ধের পর রাস্ট্রেনবার্গে একজন বুড়ো বুয়র জানান যে তাঁর মনে 'ওম পোশে' (ক্রুগার) ও একজন 'ব্যাডেন পোলে'র মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় আমার জার্মানি থাকার কথা নয়। তবু কর্তৃপক্ষ আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে, আমি সেখানে ছিলাম। অতিসম্প্রতি একজন নৌকর্মকর্তা আমাকে বলেছেন যে, যুদ্ধের সময় আমি যখন নরওয়ে থেকে ফিরেছিলাম তখন তিনি আমাকে পাহারা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি যে জাহাজে সফর করছিলাম তার নামও তিনি জানান (যদিও আমি নিজে কখনও তা শুনিনি)। তাঁর পেট্রলবোট নাকি আমার পথে সতর্ক প্রহরা দিয়েছিল যাতে আমি বন্দি বা টর্পেডো দ্বারা আক্রান্ত না হই।

জার্মান কর্মকর্তা নাকি জানতেন যে আমি জার্মানিতে ছিলাম এবং আমাকে আটক করার জন্য কিছু বিশেষ আদেশও জারি হয়েছিল।

আমি মনে করি এসব গুজবের ভিত্তি সম্ভবত আমাদের যুদ্ধ অফিস। সেখানে কখনও এমন করে দেখা হত কোথায় কিভাবে গোপন তথ্য পাচার হয়।

গোয়েন্দারা কেবল শান্তির সময়েই দরকারি নয়, যুদ্ধের সময়ও তাদের দরকার। মহাযুদ্ধের সময় সব জায়গায় উভয় পক্ষের গুপ্তচর ছড়িয়ে থাকত।

আমি আমার ঘরের দেয়ালে একটা মজার প্রত্ন নিদর্শন টানিয়ে রেখেছিলাম। সেটা ছিল একটা নোটিশ বোর্ডের আকারের। সেখানে ফরাসি, ইংরেজি ও ফ্লেমিশ-এই তিনি ভাষায় এর মালিক একজন পঙ্গুর ইতিহাস লেখা ছিল।

'দয়ালু বন্ধুরা... বরফের শীতল পানিতে আমি দাঁড়িয়ে একটি ডুবন্ত শিশুকে বাঁচিয়েছিলাম। তাতে আমার হাত পা গুলো অকেজো হয়ে গেছে। আমাকে সাহায্য করুন।'

যুদ্ধের সময় সে একটি ছোট ট্রলির ওপর বসে থাকত। আর লোকেরা দয়াবশত মাঝে মাঝে দুয়েকটা নোট ছুঁড়ে দিত। একদিন একটি নোট বাতাসে উড়ে গেল। ডারহাম পদাতিক বাহিনীর এক সৈনিক তা কুড়িয়ে পেয়ে লোকটিকে ফেরত দিতে গিয়ে দেখল সেটা টাকার কোনো নোট নয়, সেটা জার্মান ভাষায় লেখা একটা চিঠি।

কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানালে দেখা গেল সে মোটেই পঙ্গু নয়। বরং সে কাছাকাছি জার্মান গুপ্তচরদের একজন সক্রিয় এজেন্ট- 'পোস্টবক্স'। সে নোটের নামে নানা তথ্য সংগ্রহ করে সন্ধ্যার পর জার্মান পক্ষে পাঠিয়ে দিত।

লোকটার বিচার করা হল এবং তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। আমি তার প্লেকার্ডটি একজন সাহসী মানুষের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছি।

তাড়াতাড়ি বদলকরা টুপি, কেট, টাই আর ট্রাউজারের পা

গুপ্তচর বৃত্তিতে বিস্ময়কর সাফল্য আসে ছদ্মবেশ ধরার জন্য। আমি থিয়েটারের মেকআপের কথা বোঝাতে চাইছি না। সম্পূর্ণভাবে নিজের চরিত্রটি বদলে ফেলতে হবে এবং কোনো কোনো মুদ্রাদোষ চাপা দিতে হবে। আবার পরিস্থিতির জন্য বিশেষ মুদ্রাদোষ রপ্ত করতে হবে।

সেসব এমন হতে পারে- যেমন হাঁটার সময় কোনো অঙ্গ অচল দেখানো, নাক সিটকানো, মানুষের কণ্ঠস্বর ইত্যাদি ইত্যাদি। মেকআপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পেছন থেকে দেখা চেহারা বদলে ফেলা। একবার আমি একজন গোয়েন্দার নজরদারিতে ছিলাম। প্রত্যেক দিন সে তার চেহারা বদলে ফেলত। কোনো দিন তাকে সৈনিকের মত দেখাত। পরে দিন হয়ত চোখে পট্টি বেঁধে পঙ্গু হয়ে পড়ত। এরকম আরও কত কী। আমি তাকে পেছন থেকে দেখে বা হাঁটতে দেখে একই ব্যক্তি বলে বুঝতে পারতাম। অনেক সময় খুব দ্রুত চেহারা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিত। আমাকে একাধিকবার এ রকম করতে হয়েছিল।

কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় অন্যকিছুর চেয়ে তার নেকটাই বেশি চোখে পড়ে। সম্ভবত তার টুপিও। একবার এক রেলস্টেশনে একজন খবরের কাগজের লোক আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। কয়েক মিনিট পর জনতার মধ্যে আমি আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। কয়েক মিনিট পর জনতার মধ্যে আমি আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছাকাছি হলাম। তখন তিনি একজন সহ-সংবাদিকের কাছে আমার ঘটনাটি বলছিলেন। সে সাংবাদিকটি আমাকে দেখার জন্য আগ্রহ হল। কিন্তু আমি তাকে দেখা দিতে আগ্রহী ছিলাম না।

'তিনি গাড়ির শেষ বগিতে আছেন। আপনি তাঁকে দেখলেই চিনবেন। তিনি সবুজ হ্যাট পরেছেন। গলায় লাল রঙের টাই আর পরনে নীল সার্জের স্যুট।' ভাগ্যগুণে আমার হাতে একটা বাদামি ওভারকোট ছিল। আর ছিল সফরের টুপি ও কমফোর্টার। ওয়েটিং রুমে ঢুকে আমি খুব তাড়াতাড়ি এসব বদলে নিলাম। হ্যাটটা পকেটে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম। আমি ফিরে এলাম খুঁড়িয়ে পঙ্গুর মত। আমার বগিতে ঢুকলাম অপেক্ষমান সাংবাদিকের নাকের ডগা দিয়ে।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

ক্ষুদ্রাকৃতির কুরআন

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির পবিত্র কুরআনের সন্ধান মিলেছে বাংলাদেশে। এর দৈর্ঘ্য মাত্র ১ ইঞ্চি অর্থাৎ ২.৫৪ সেন্টিমিটার। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে থাকা এ কুরআন রাজধানী ঢাকার উত্তর মুগদা পাড়ার জহির উদ্দিন আহমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এর প্রস্থ ০.৭৫ ইঞ্চি, উচ্চতা ০.৭ মিলিমিটার এবং ওজন মাত্র ২.৩৮ গ্রাম। এর আগে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র কুরআনের কপিটি ছিল পাকিস্তানের জাদুঘরে, যার দৈর্ঘ্য ২.৬ সেন্টিমিটার।

ব্যয়বহুল কুরআন প্রকাশ

১২ জুন ২০১৬ ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানী বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্পে তৈরি পবিত্র কুরআনের সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৩-২৯ জুন ২০১৬ তেহরানে অনুষ্ঠিত ২৪তম আন্তর্জাতিক কুরআন প্রদর্শনীতে তা প্রদর্শন করা হয়। কুরআনের এ নান্দনিক কপি তৈরির প্রকল্প সম্পন্ন করতে ১৮ বছর সময় লাগে এবং এতে খরচ হয় ১৭ লাখ মার্কিন ডলার সমমূল্যের অর্থ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় সাড়ে ১৩ কোটি টাকা।

সর্ববৃহৎ সিঙ্গারা

ভারতের উত্তর প্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলার গোপালনগর কলোনীর ২০ বছর বয়সী রিতেশ সোনির নেতৃত্বে তার ১০ বন্ধু মিলে তৈরি করে ৩৩২ কেজি ওজনের বিশালকার এক সিঙ্গারা। এটাই বিশ্বের সবচেয়ে বড় সিঙ্গারা হিসেবে নাম লেখায় গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। বিশালাকার এ সিঙ্গারা বানাতে তাদের সময় লাগে ১৫ দিন। খরচ হয় ৪০ হাজার রুপি। এটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ২০ লিটার সাদা তেল, ২০০ কেজি ময়দা, ৩০০ কেজি আলু, পাঁচ কেজি লবণ এবং ২০ কেজি অন্যান্য মসলা ও উপাদান। এর আগে ১১০ কেজি ওজনের সিঙ্গারা বানিয়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলেছিল যুক্তরাজ্যের ব্রাডফোর্ড কলেজ।

সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপ

২৯ জুন ২০১৬ চীনের গুইঝু প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কার্স্ট ভ্যালিতে শেষ হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপনের কাজ। এটি সেপ্টেম্বর ২০১৬ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। ৫০০ মিটার ব্যাসের FAST নামের এ টেলিস্কোপটি নির্মাণে প্রায় ৩০০ লোক কাজ করে। এর বড় ডিশটিতে বসানো হয় ৪,৪৫০টি প্যানেল। ৩০টি ফুটবল মাঠের সমান আকারের এ টেলিস্কোপ প্রকল্পে ব্যয় হয় ১৮ কোটি মার্কিন ডলার। বর্তমান সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যাসের টেলিস্কোপ হলো পুয়ের্তোরিকোর অ্যারেসিবো। এর ব্যাস ৩০০ মিটার। FAST নামের টেলিস্কোপটি অ্যারেসিবোর তুলনায় আকাশে দ্বিগুণ পরিমাণ এলাকা স্ক্যান করার ক্ষমতাসম্পন্ন।

১০৬ বছর বয়সে বিশ্বরেকর্ড

'অ্যাথলেটের গ্রান্ডমা' নামে পরিচিত আইদা জেমানকুই ১০৬ বছর বয়সে ২০১৬ রিও অলিম্পকের মশাল বহন করে অলিম্পিক মশাল বহনকারী সবচেয়ে বেশি বয়সী অ্যাথলেট হিসেবে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েন। তার আগে ১০১ বছর বয়সে অলিম্পিকের মশাল নিয়ে দৌড়েছিলেন রাশিয়ার আলেকজান্ডার কাপতারেঙ্কো। তিনি ২০১৪ সালের সোচি শীতকালীন অলিম্পিকের মশাল নিয়ে দৌড়েছিলেন।

গুঁই সাপ কিন্তু সাপ নয়

গুঁই সাপ বা গোসাপ (Monitor lizard) এক ধরনের বড় টিকটিকি প্রজাতির চতুস্পদ সরীসৃপ। এদের লম্বা ঘাড়, শক্তিশালী লেজ ও সুসংহত বাহু রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির পূর্ণ বয়স্ক গুঁই সাপ দৈর্ঘ্যে সাধারণত ২০ সে.মি (৭.৯ ইঞ্চি) থেকে ৩ মি. (১০ ফুট) পর্যন্ত হতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার প্রাপ্ত 'কোমোডা ড্রাগন' নামক গুঁই সাপের বৃহত্তম প্রজাতিটি দৈর্ঘ্যে ৭ মিটারের (২৩ ফুট) অধিক হতে পারে। গুঁই সাপ মাংসাশী প্রাণী। এরা ডিম, মাছ, পাখি, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী ইত্যাদি খেলেও এদের কোনো কোনো প্রজাতি ফলমূল ও শাক-সবজিও খায়। আফ্রিকা, চীন, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, ভারত উপমহাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই গুঁই সাপ দেখতে পাওয়া যায়। সাপের মতো এদের দ্বিখন্ডিত জিহ্বা থাকলেও এদের মাঝে টিকটিকি প্রজাতির বৈশিষ্ট্যই বেশি বিদ্যমান। বন-জঙ্গল কেটে ফেলায় নানা বিরূপ পরিবেশের কারণে এটি দিন দিন বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

দীর্ঘতম শাড়ি

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস মতে, বর্তমানে বিশ্বের দীর্ঘতম শাড়িটি রয়েছে ভারতের চেন্নাইয়ের শ্রী পার্শ্ব পদ্মবতী ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বসন্ত গুরুদের শক্তিপীটধীপথের কাছে। এর দৈর্ঘ্য ২১০৬ ফুট ১০ ইঞ্চি বা ৬৪২.৩ মিটার। চেন্নাইয়ের কুমারন সিল্কের তিনজন বিশেষজ্ঞ একটি মেশিনেই বুনেছিলেন শাড়িটি। টানা ১৮ দিন ২৪ ঘন্টা করে কাজ করেই শাড়িটি বুনা হয়। এর আগে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বিশ্বের দীর্ঘতম শাড়ি হিসেবে স্থান পেয়েছিল কোচির 'সিমত্তি' নামের দোকানের একটি শাড়ি। সিমত্তির শাড়িটির দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৮৫ ফুট। এ শাড়িটি টানা দুইমাস ১৯ দিন ধরে বোনা হয়েছিল। একজন ডিজাইনারের তত্ত্বাবধানে বুনেছিলেন ১২০ জন তাঁতি।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

দাঁতাল মাছ

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের একটি লেকে মানুষের মতো দাঁত ও অণ্ডকোষওয়ালা মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে মাছটির নাম 'পাকু' বলে জানান বিজ্ঞানীরা। পিরানহার কাছাকাছি অদ্ভুত আকৃতির এ মাছটি সর্বভূক। মাছটির প্রধান খাবার বাদাম। মাছটি লম্বায় ৩ ফুট। ওজন ৫৫ কেজি। এটির আচরণ হিংস্র। এ ধরনের প্রাণী জীববৈচিত্রের জন্য হুমকি। কৃত্রিম পরিবেশে এ মাছটিকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা কষ্টকর। এ মাছ মানুষকে কামড়ালে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।

বীর কুকুরের সমাধিফলক

যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনী একটি কুকুরের সম্মানে তৈরি করেছে সমাধিকফলক। 'বুস্টার' নামে ঐ কুকুরটিকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী লুকানো বিস্ফোরক খোঁজার কাজে নিয়োগ করেছিল। এ কাজে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। অসামান্য দক্ষতার জন্য পৃথিবীর পাঁচটি দেশে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 'কর্মজীবনে' অসংখ্য বিস্ফোরকের সন্ধান দিয়ে সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেছিল বুস্টার। একদিকে যেমন বাঁচিয়েছে বহু মানুষের প্রাণ, তেমনি বাঁচিয়েছে বহু সেনাদেরও। অথচ প্রাণে বেঁচে যাওয়া অনেক মানুষও জানে না এ কর্মবীর বুস্টারের কথা। ২০১২ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয় বুস্টার। অবসরজীবনে নিজের পালকের কাছেই থাকত সে। মৃত্যুর পর রয়্যাল এয়ারফোর্সের সামনেই এর সমাধিফলক তৈরি করা হয়। লেখা হয় বুস্টারের কীর্তির কথা। ফলকেও জুড়ে দেয়া হয় মেডেল পরিহিত অবস্থায় একটি ছবিও।

দানবীয় ডাইনোসরের পদচিহ্ন

সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়ার বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র মারাগুয়ার চুলকু মাইয়ু এলাকায় পাওয়া যায় দানবীর ও ভয়ঙ্কর মাংসাশী অ্যাবিলিসরাস ডাইনোসরের পায়ের ছাপ। জীবাশ্মবিদরা বলছেন, পৃথিবীজুড়ে এখন পর্যন্ত ডাইনোসরের যে ক'টি পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে, প্রায় চার ফুট লম্বা এ ছাপাটি তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। প্রায় ৮ কোটি বছর আগে ক্রেটেসাস যুগের শেষদিকে অ্যাবিলিসরাস প্রজাতির এ ডাইনোসরগুলো দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়াত। তারা আরেক ভয়ঙ্কর মাংসাশী ডাইনোসর টাইরানোসরাসের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সাধারণত অ্যাবিলিসরাস লম্বায় ৯ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতো। তবে উচ্চতার তুলনায় তাদের পা ছিল অনেক ছোট। টাইরানোসরাসের মতোই তাদের ছিল শক্তিশালী চোয়াল আর দাঁত। এর সাহায্যেই তারা এক কামড়ে ছোট কোনো শিকারকে টুকরো করে ফেলতে পারতো।

সবচেয়ে সরু সর্বোচ্চ টাওয়ার

বিশ্বের সবচেয়ে সরু সর্বোচ্চ টাওয়ারটি ইংল্যান্ডের ব্রাইটন ও হোভে অবস্থিত। ৪ আগস্ট ২০১৬ উন্মুক্ত স্টীল ও কাচের তৈরি পর্যবেক্ষণকারী এ টাওয়ারটির নাম British Airways i360। সবার কাছে এটা i360 নামেই পরিচিত। ৫৩১ ফুট বা ১৬২ মিটার উঁচু ও ৩.৮ মিটার প্রস্থ এ টাওয়ার থেকে পুরো ব্রাইটন শহর এবং ইংলিশ চ্যানেল দেখা যায়। এর ডিজাইনার ডেভিড মার্কস ও জুলিয়া বারফিল্ড। ২০১৭ সালের গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে এটি বিশ্বের সবচেয়ে সরু সর্বোচ্চ টাওয়ার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবে।

রোবট নৃত্যের রেকর্ড

৩০ জুলাই ২০১৬ চীনের শ্যাংদং প্রদেশের কুইংদাও অঞ্চলে এক সাথে ১,০০৭টি রোবট নেচে বিশ্বরেকর্ড করে। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ এ রোবট নাচকে বিশ্বরেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছে। একটি মোবাইল থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় ১৭.২ ইঞ্চি বা ৪৩.৮ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের রোবটগুলো। এর আগে ২০১৬ সালের শুরুতে চীনা কোম্পানি ইউবিটেক রোবোটিকস করপোরেশন ৫৪০টি নাচুনে রোবট দিয়ে রোবটদের নাচের বিশ্বরেকর্ড করেছিল।

সবচেয়ে বেশি বয়সে মা

সম্প্রতি ১০১ বছর বয়সে ৯ পাউন্ড ওজনের একট শিশুর জন্ম দিয়ে ইতালির নেপোলির আনাতোলিয়া ভার্তাদেলা বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সে মা হওয়ার নজির গড়েন। এটা ছিল তার ১৭তম সন্তান জন্মদানের ঘটনা। আনাতোলিয়ার আগে সবচেয়ে বেশি বয়সে মা হওয়ার রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মালেগওয়ালে রামোকগোপা। ১৯৩১ সালের ৬ অক্টোবর ৯২ বছর বয়স তিনি তার ২৫ ও ২৬তম (যমজ) সন্তানের জন্ম দেন।

সর্বোচ্চ-বৃহত্তম কাচের সেতু

২০ আগস্ট ২০১৬ উন্মুক্ত করা হয় চীনে নির্মিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ কাচের তৈরি সেতু। সেতুটি দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশ হুনানের ঝাংজিয়াজি এলাকায় এভাটার পাহাড় (এখানেই এভাটার সিনেমাটি চিত্রায়িত হয়েছিল) নামে পরিচিত দুটি পর্বতের খাঁড়া খাদে সংযুক্ত। ঝাংজিয়াজি ন্যাশনাল পার্কের গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে নির্মিত এ সেতুটির নাম 'ঝাংজিয়াজি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন'।

৪৩০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৬ মিটার প্রস্থের এ সেতুটি তৈরিতে ব্যয় হয় ৩৪ লাখ ডলার। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। সেতুটিতে কাচ লাগানোর হয়েছে তিন স্তরে। তিন মিটার দীর্ঘ এবং ৪.৫ মিটার প্রস্থের প্রতিটি কাচের স্তর ১৫ মিলিমিটার পুরু। এ সেতুটিতে কাচের ৯৯টি খণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী এ সেতুটির নকশা করেন ইসরাইলের স্থপতি হাইম দোতান।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্সের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান জাতীয় কমিশনার

মৌচাকে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক

সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্সে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, ডিজি, ইউএনডিপি প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয় ও স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে মহড়া

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে মহড়া

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও রোভার মুট ভেন্যু পরিদর্শন

জাতির পিতার সমাধিতে প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ জাতীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দ

জাতির পিতার সমাধিতে প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ জাতীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির পিতার সমাধিতে প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ জাতীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দের স্কাউট সালাম

জাতির পিতার রুহের মাগফেরাত কামনা করছেন জাতীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় স্কাউট

জাতির পিতার সমাধিস্থ বৈঠকখানায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের সাথে মতবিনিময়

জাতির পিতার সমাধিতে কাব স্কাউটদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

গোপালগঞ্জে রোভার মুটের ভেন্যু পরিদর্শন করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার, জেলার নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের কর্মকর্তা

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে রোভার মুটের ভেন্যু বিষয়ক মতবিনিময় সভা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বিশ্ব শান্তি দিবসে সাইকেল ও স্কেটিং র‍্যালীর উদ্বোধন করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

সাইকেল ও স্কেটিং র‍্যালীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীরা

বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্কাউট ভবন এলাকায় বৃক্ষরোপণ

সাইকেল ও স্কেটিং র‍্যালীর অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বিশ্ব শান্তি দিবস কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী স্কাউট ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ

জয়পুরহাটে বিশ্ব শান্তি দিবস কার্যক্রমের র‍্যালী

মুন্সীগঞ্জে বিশ্ব শান্তি দিবস কার্যক্রমের র‍্যালী

সিলেটে বিশ্ব শান্তি দিবস কার্যক্রমের র‍্যালী

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপে প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ

জাতীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপে প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ

সাপ্লাই সার্ভিস ওয়ার্কশপে বাংলাদেশের স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ

সাপ্লাই সার্ভিস ওয়ার্কশপে জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)

নারায়ণগঞ্জের একটি কাব স্কাউট দলের প্যাক মিটিং

জয়পুরহাটে স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

কাব স্কাউটদের বিদ্যালয় অঙ্গন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

কাব হলিডে এর অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

সুন্দর হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

সুন্দর হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

রাজবাড়ীর একটি স্কাউট গ্রুপের সদস্যগণ ট্রুপ মিটিং শেষে পুলিশ সুপারের কার্যালয় পরিদর্শন

বাংলাদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চলের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম

পঞ্চগড় জেলার বিরল মাধ্যমিক বিদ্যালয় গার্ল ইন স্কাউট দলের ট্রুপ মিটিং

জামালপুরের সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল স্কাউট দলের ট্রুপ মিটিং

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কাব হলিডে এর অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মুক্তাগাছায় ৩৫তম কাব ইউনিট লিডার স্কীল কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত এপিআর ওয়ার্কশপ অন রিভিজিটিং দি স্কাউট মেথড-এ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও কমিশনার, চট্টগ্রাম জেলা রোভার

ম্যাকাও-এ এপিআর অ্যাডাল্ট সাপোর্ট সাব কমিটির সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)

ম্যাকাও-এ এপিআর ওয়ার্কশপ অন অ্যাডাল্ট ইন স্কাউট পারফরমেন্স এফিসিয়েন্সি-তে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প)

কুষ্টিয়ায় স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

দিনাজপুরে রোভার মেট কোর্সের অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটগণ

ময়মনসিংহে কাব স্কাউট ব্যাজ কোর্সের একাংশ

খুলনা মেট্রোপলিটন স্কাউটস-এর একটি স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট দলের সদস্যগণ

৪ জন রোভার স্কাউট-এর হাইকিং

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং কর্মশালার উদ্বোধন করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি, জাতীয় জনসংযোগ ও মার্কেটিং কমিটি

ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং কর্মশালায় সেশন পরিচালনা করছেন জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)

ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং কর্মশালায় সেশন পরিচালনা করছেন জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)

ঈদ-উল-আযহায় চাঁদপুর লঞ্চঘাটে সেবা প্রদান করছে রোভার স্কাউটগণ

ঈদ-উল-আযহায় যানজট নিরসনে কাজ করছে গার্ল ইন রোভার স্কাউটগণ

ঈদ-উল- আযহায় যানজট নিরসনে কাজ করছে রোভার স্কাউটগণ

ঈদ-উল-আযহায় কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে সেবা প্রদান করছে রেলওয়ে অঞ্চলের স্কাউটগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

টঙ্গীর ট্রাম্পকো ফয়েলস কারখানায় অগ্নিকান্ডে রোভার স্কাউটদের সেবাদান

টঙ্গীর ট্রাম্পকো ফয়েলস কারখানায় অগ্নিকান্ডে রোভার স্কাউটদের সেবাদান

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা কাব স্কাউট ব্যাজ কোর্সের অংশগ্রহণকারীগণ

আখাউড়া রেলওয়ে জেলার ওরিয়েন্টেশন কোর্সের অংশগ্রহণকারীগণ

বাদ ও মাদকবিরোধী বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা রোভারের মানববন্ধন কর্মসূচীতে

চট্টগ্রাম জেলা রোভারের জঙ্গিবাদ ও মাদকবিরোধী মানববন্ধন

সিলেট জেলা রোভারের ডে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

নওগাঁ-এর একটি ইউনিটের দীক্ষা অনুষ্ঠান

রাজশাহীর বাঘা স্কুলের ট্রুপ মিটিং

ভ্রমণ কাহিনী

অ্যাডভেঞ্চার নাফাখুম

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের বর্তমান ও প্রাক্তন ২১ জন রোভারদের সমন্বয়ে একটি ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। এখানে অংশ নেয় অধিকাংশই প্রাক্তন সিনিয়র রোভারমেট। আমাদের এই ভ্রমণের নাম দেয়া হয় অ্যাডভেঞ্চার নাফাখুম।

৪ আগস্ট, ২০১৬ বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রা শুরু করি। সারা রাত গল্প আড্ডায় মেতে ছিলো সবাই এরই ফাঁকে রাতের খাবার খেয়ে নিই।

৫ আগস্ট ভোর ৬টায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছি এরপর বাসে বাহাট্টার বাজার পৌঁছি। সেখানে একটি পুকুরে সবাই গোসল করে সকালের নাস্তা খেয়ে পূর্বাণী পরিবহনে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। প্রায় আড়াই ঘন্টা পর আমরা বান্দরবানে পৌঁছি। সেখানে চা বিরতির পর ২টা চান্দের গাড়ি ভাড়া করা হয় যার প্রত্যেকটির ভাড়া ৪,৫০০ টাকা। এরপর গাড়ীর ত্রিপল খুলে কেউ বসে কেউবা দাঁড়িয়ে নেচে গেয়ে পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে ছুটে চলি। যেতে সেনা ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে হয়েছে। পথে শৈল প্রপাত, চিম্বুক ফেলে আমরা নীলগিরি পৌঁছি। এখানে প্রবেশ মূল্য জন প্রতি ৫০ টাকা এবং একেকটা গাড়ি পার্কিং ৩০০ টাকা করে। সমুদ্র পৃষ্ট হতে এর উচ্চতা প্রায় ৩ হাজার ফুট। বান্দরবান শহর হতে এর দূরত্ব ৪৭ কি.মি. এই পর্বতের পাশেই রয়েছে ম্রো উপজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস। এখানে মেঘদূত, আকাশনীলা, নীলাঙ্গনা, মারমা হাউজসহ নানা নামে আকর্ষণীয় কটেজ রয়েছে। সেখানে আমরা প্রায় ১ ঘন্টা পরিদর্শন করি এবং ফটোসেশন করে আবারো যাত্রা শুরু করি থানচির উদ্দেশ্যে। থানচি বাংলাদেশের সবচেয়ে পূর্বের উপজেলা। বান্দরবান শহর হতে এর দূরত্ব ৮০ কি.মি.। থানচি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউটস সম্পাদক স্যারের সাথে পূর্ব যোগাযোগের মাধ্যমে স্কুলের একটি কক্ষ অবস্থান করি এবং সাঙ্গু নদীতে গোসল করি । থানচি হতে রেমাক্রি যেতে নৌকা ছাড়া অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। নৌকা চালক সমিতির মাধ্যমে সকলের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা বিজিবি ক্যাম্পে জমা দিয়ে তাদের নির্ধারিত একজন গাইড নিয়ে রেমাক্রির উদ্দেশ্যে চারটি নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু করি। প্রতিটি নৌকার যাতায়াত ভাড়া ৪,৫০০ টাকা, গাইডকে ২,০০০ টাকা দিতে হয়েছে। দুদিকে পাহাড় মাঝে সাঙ্গু নদীতে আমরা অনেক বেশি রোমাঞ্চ অনুভব করি। কিছুদূর যাবার পর তিন্দু বাজার, বিজিবি ক্যাম্প, এরপর বড় পাথর পার হয়ে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে রেমাক্রি বাজারে সাঙ্গু নদীর তীরে মেলোড়ি রেস্ট হাউজে অবস্থান করি। সেখানে জন প্রতি ১৫০ টাকা ভাড়া। রেস্ট হাউজের মালিকের বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। পাহাড়ি বন মোরগ দিয়ে একবেলা খাবার ১০০ টাকা। ম্যালেরিয়ার জ্বরের উৎপাত বেশি থাকায় প্রতিরোধক ক্রিম মেখে, সবাই রেমাক্রি গ্রামটা পরিদর্শন করি। রাতে সাঙ্গু নদীর তীরে পাহাড়ী মোরগ দিয়ে বারবিকিউ আর সেই আড্ডা। এরপর রাতের খাবারের পর মূল্যায়ন মিটিং করে পরবর্তী দিনের অভিযান নাফাখুম জয়ের পরিকল্পনা করে ঘুমিয়ে পড়ি।

■ চলবে...

■ লেখক: মো. মাসউদ হাসান (রোভারমেট)
ও নূর মোহাম্মদ মহসিন (রোভারমেট)

EU-তে OIC'র রাষ্ট্রদূত

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পেশাদার কূটনীতিক ইসমাত জাহানকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (EU) রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয়। তিনি OIC'র দ্বিতীয় রাষ্ট্রদূত ও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে EU-তে OIC'র রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ২০১৩ সালের জুনে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) সদর দপ্তরে OIC'র স্থায়ী পর্যবেক্ষক মিশন চালু হয়।

মিস বাংলাদেশ ২০১৬

১৮ আগস্ট ২০১৬ ভারতের কেরালার কোচিতে অনুষ্ঠিত হয় মিস এশিয়া ২০১৬'র প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে স্বর্ণমুকুট লাভ করেন বাংলাদেশের মডেল অভিনেত্রী অপ্সরা আলী।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ওষুধ

৪ আগস্ট ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ওষুধ রফতানি শুরু হয়। দেশের ওষুধ শিল্পে অন্যতম ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (বেক্সিমকো ফার্মা) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ রফতানি শুরু করে। এর মাধ্যমে ওষুধ রফতানিতে একক বৃহৎ বাজারে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (USFDA) স্বাস্থ্য ও ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করে, যা আন্তর্জাতিক গুণগতমানের সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত। ২০১৫ সালের জুনে বাংলাদেশের প্রথম ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি হিসেবে USFDA অনুমোদন পায় বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টি দেশে বাংলাদেশের উৎপাদিত ওষুধ রফতানি হচ্ছে। দেশীয় ৪৬ কোম্পানির প্রায় ৩০০ আইটেমের ওষুধ যাচ্ছে বিদেশে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ওষুধ রফতানি হয় মিয়ানমারে।

সীমান্তরক্ষায় নারী

পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার লক্ষে ২০১৫ সালে ৮৮তম রিক্রুট ব্যাচের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এ ৯৭ জন নারী সৈনিক নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার 'বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুল'-এ মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে ৫ জুন ২০১৬ বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে বিজিবি'র কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় তারা।

নতুন ঠিকানায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

১০ এপ্রিল ২০১৬ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়ার রাজেন্দ্রপুরে নির্মিত নতুন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন করা হয়। ২৯ জুলাই ২০১৬ পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এর মাধ্যমে ইতিহাসের সাক্ষী ২২৮ বছরের পুরানো ঠিকানাকে বিদায় জানিয়ে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

দুই যুদ্ধ জাহাজের নির্মাণকাজ উদ্বোধন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য চীনের উচাং শিপইয়ার্ডে হচ্ছে দুটি আধুনিক করভেট ক্লাস যুদ্ধজাহাজ। ৯ আগস্ট ২০১৬ জাহাজ দুটির নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয়।

নির্মাণাধীন আধুনিক যুদ্ধজাহাজ (করভেট) দুটির প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার ও প্রস্থ ১১ মিটার, যার ওজন প্রায় ১,৩৫০ টন। এগুলো ঘন্টায় ২৫ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম হবে। প্রতিটি জাহাজে থাকবে মেরিটাইম হেলিকপ্টার বহনের জন্য হেলিপ্যাড, শত্রুজাহাজ ধ্বংসকারী সারফেস টু সারফেস মিসাইল, শত্রুবিমান ধ্বংসকারী সারফেস টু সারফেস মিসাইল এবং ৭৬ মিলিয়ন ও ৩০ মিলিমিটার আধুনিক গান। ২০১৯ সাল নাগাদ যুদ্ধজাহাজ দুটির নির্মাণ কাজ শেষ হবে।

আইকনিক টাওয়ার হবে জলসিড়িতে

রাজধানীর নতুন আবাসিক শহর পূর্বাচলে নয়, ১৪২তলা স্বপ্নের আইকনিক টাওয়ার নির্মাণ করা হবে জলসিড়িতে। অবশ্য সে জায়গাটি পূর্বাচল আবাসিক শহরের কাছাকাছিই। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০১৮ সালের মধ্যেই এ ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হবে। আনুমানিক ৭০ একর জমির ওপর ৭৩৪ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ১৪২তলা ভবনটি নির্মিত হলে তা হবে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু ভবন। আইকনিক টাওয়ারের নকশা এমনভাবে করা হয়েছে, তাকালে মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়বে। এটি নির্মিত হলে দুই দিক দিয়ে '৭১ লেখাটি ফুটে উঠবে।

দেশের সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার দাতামারা ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর এলাকায় নির্মিত হতে যাচ্ছে ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে ফটিকছড়ি উপজেলার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে ১১৭ একর সরকারি খাস জমি নির্ধারণ করা হয়।

দেশের সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে (PPP) দেশের প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হচ্ছে সিরাজগঞ্জে। ৮ আগস্ট ২০১৬ আনুষ্ঠানিকভাবে এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাষ্ট্রীয় কোম্পানি নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (NWPCL) ও সিঙ্গাপুরভিত্তিক কোম্পানি সেম্বকবের যৌথ উদ্যোগে ৪১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মিত হবে।

■ তথ্য সংগ্রাহক: সালেহীন সিরাত

ছড়া-কবিতা

স্বাধীনতার জন্য

শান্তি মোদন

রাজাকার, আলবদর, আলসামস
ওরা বাংলায় জঞ্জাল,
বাংলার জমিনে ওরা তাই
হচ্ছে যে নাজেহাল।

মিলায়ে ওরা হাত,
সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বলে
স্বাধীনতা নিপাত যাক।

বাংলার দামাল ছেলেরা
তাই গর্জে উঠল আরেকবার,
চলল ছুটে যার যা আছে
ধারল নাতো কারো ধার।

বঙ্গবন্ধুর অমর বাণী
হবোই মোরা স্বাধীন,
পাকিস্থানী হায়েনাদের হাটাবো
থাকবো নাতো পরাধীন।

স্বাধীনতার জন্য তারা
যুদ্ধ করল নয় মাস,
৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর
বইল স্বাধীনতার সুবাতাস।

ত্যাগের নিয়ত

শিখর চৌধুরী

ধর্মকে নিজের স্বার্থ হিসেবে যে ধরে
স্রষ্টার কোপানলে সারাক্ষণ সে মরে।

যদিও কথায় ও কাজে সে হতে চায় আস্তিক
কিন্তু মনে মনে সে ঘোরতর নাস্তিক।

মুখের তুবড়িতে ছোটে স্রষ্টার বর
অন্তরে নেই ধার্মিকতার বিন্দুমাত্র আড়ম্বর।

কতো মানুষ তাকে দেখে ঢেলে দেয় শ্রদ্ধার আলো
যদিও জানে না তাতে হবে না কোন ভালো।

অন্তরে কুটিলতা রেখে মারে পরধর্মরে
যদিও জানে না তাতে নিজেরই ক্ষতি হলো ঘুরে ফেরে,
নিজের মতো করে গড়তে চায় সন্তানেরে,
হেদায়েত কাকে বলে যদিও না তা জানে,
লোক দেখানো কোরবাণীতে তোলে ছুরি-তরবারির ধ্বজা,
স্রষ্টাকে ছোট করে এ কেমন শয়তানির ভজা।

ধর্মের নামে চলছে কতো শত লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
পদে পদে ধর্মস্বার্থের এ কেমন বিকার বিড়ম্বনা,
ধর্মস্বার্থ পুঁজি করে আকঁড়ে ধরেছে কারা
শত শত ধিক্কার তারা আজ যারা।।

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশ

০১.০৮.২০১৬ ॥ সোমবার

– বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন (EC)।

০৩.০৮.২০১৬ ॥ বুধবার

– নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত আন্তার্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ১২৯তম অধিবেশন ভাষণ দেন।

০৪.০৮.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– দেশের অন্যতম ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ রপ্তানি শুরু করে।

০৮.০৮.২০১৬ ॥ সোমবার

– পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ-চীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

– সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে (PPP) দেশের প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের কোম্পানির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

০৯.০৮.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– সংসদ অধিবেশন না থাকায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি।

১০.০৮.২০১৬ ॥ বুধবার

– দীর্ঘ সাত বছর পর বাংলাদেশ থেকে সবধরনের কর্মী নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সৌদি আরব।

– ঢাকা নগরের গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় বিশেষ রঙের রিকশা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 'ঢাকা ঢাকা' নামের বাস সেবা চালু।

১১.০৮.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– বিচারক অপসারণ সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা সংক্রান্ত হাইকোর্টের দুই বিচারকের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ।

১২.০৮.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– ঢাকায় দেশের প্রথম নারী ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়।

১৩.০৮.২০১৬ ॥ শনিবার

– ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শনির আখড়া থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত সাড়ে ৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দেশের প্রথম আট লেন মহাসড়কের উদ্বোধন হয়।

– পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় অবস্থিত দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রার অপারেশানাল কার্যক্রম উদ্বোধন হয়।

– দেশের প্রথম চার লেন এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের নির্মাণকাজ উদ্বোধন হয়।

১৫.০৮.২০১৬ ॥ সোমবার

– জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী পালিত হয়।

১৬.০৮.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– আসাম থেকে বন্যার পানিতে ভেসে আসা হাতি 'বঙ্গবাহাদুর' ৪৯ দিনে বৈরী পরিস্থিতির সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে।

১৮.০৮.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।

– আসাম থেকে মেঘালয় হয়ে ত্রিপুরায় জ্বালানি পরিবহনে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

২১.০৮.২০১৬ ॥ রবিবার

– দেশের বৃহত্তম মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন ০১৭ সিরিজের পাশাপাশি নতুন করে ০১৩ নম্বর সিরিজ ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে।

২৩.০৮.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– বাংলাদেশে 'অল-ইন্ডিয়া রেডিও' (AIR)-এর বিশেষ সম্প্রচার 'আকাশবাণী মৈত্রী'র পরিসেবা শুরু হয়।

বিদেশ

০১.০৮.২০১৬ ॥ সোমবার

– সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে ইদলিবের একটি শহরে হেলিকপ্টার থেকে ক্লোরিন গ্যাস হামলা চালানো হয়।

০২.০৮.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– ভারতের পশ্চিবঙ্গ রাজ্যের নাম পরিবর্তন কর 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' রাখার প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রিসভায় পাস।

– জাপানের রাজধানী টোকিওর প্রথম নারী গভর্নর হিসেবে ইউরিকো কোইকের শপথ গ্রহণ।

০৩.০৮.২০১৬ ॥ বুধবার

– নেপালের সাংবিধানিক পরিষদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন সাবেক মাওবাদী নেতা ও কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপালের প্রধান পুষ্প কমল দাহাল প্রচন্ড।

০৪.০৮.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– ৩২২ বছরের ইতিহাসে নিম্নতম সুদহার নির্ধারণ করে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (BOE)।

০৫.০৮.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদে দ্বিতীয়বারের মতো অনানুষ্ঠানিক ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত।

– ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে ৩১তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন।

০৬.০৮.২০১৬ ॥ শনিবার

– জাপানের হিরোশিমায় বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক হামলার ৭১তম বার্ষিকী পালিত হয়।

০৮.০৮.২০১৬ ॥ সোমবার

– দ্বিতীয়বারের মতো টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন জাপানের সম্রাট আকিহিতো।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

স্মার্টফোন চুরি হলে খুঁজে পেতে ৫ অ্যাপস

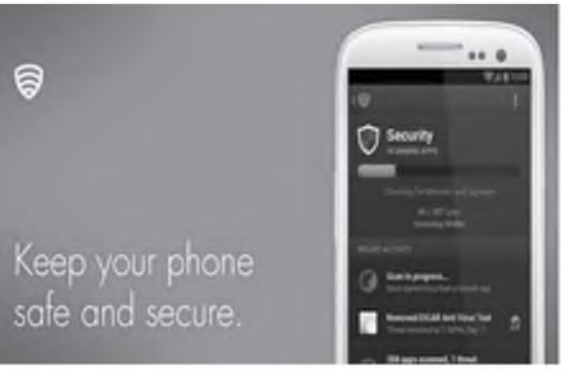

বর্তমানে প্রযুক্তি প্রেমীদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন স্মার্ট ডিভাইস। এর মধ্যে স্মার্টফোনের চাহিদা ব্যাপক। এর ব্যবহার যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে চুরির ঘটনাও।

আর স্মার্টফোন চুরি হওয়া মানে তো শুধু টাকার ক্ষতি নয়, অনেক কিছুর ক্ষতি। ডিভাইসগুলোতে থাকা মূল্যবান ডাটা অন্যের হাতে পরার শঙ্কা তো থাকেই, এছাড়া ফোনটি কোনো অপকর্মে ব্যবহার করা হলে আপনাকে ভুগতে হতে পারে।

সুতরাং এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোনের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অসংখ্য অ্যাপস রয়েছে। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি অ্যাপস নিয়ে এ প্রতিবেদন।

Wheres My Droid: হারানো ফোন খুঁজে পেতে খুবই জনপ্রিয় অ্যাপ এটি। ফোনের অবস্থান চিহ্নিত করা, ফোনের তথ্য নিরাপদে রাখার জন্য এতে বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে। ফ্রি, লাইট এবং প্রো নামের আলাদা তিনটি সংস্করণ রয়েছে এই অ্যাপের। চুরি যাওয়া ফোনের ফিচার নিয়ন্ত্রণ করা যায় এসএমএসের মাধ্যমে। এতে কমান্ডার নামে একটি অপশন রয়েছে। কমান্ডার সক্রিয় থাকলে অ্যাপটির মূল ওয়েবসাইট থেকে ফোনের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে https://goo.gl/00pvA লিংক থেকে।

Avast Mobile Security & Antivirus: এটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের নিরাপত্তা দেওয়ার অ্যাপ। একই সঙ্গে অ্যান্টিভাইরাস ও ম্যালওয়্যার স্ক্যান করে। এতে App Disguiser I Stealth Mode নামে দুটো বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এই অ্যাপটি ব্যবহারকারী চাইলে লুকিয়ে রাখতে পারেন। যদি ফোনটি চুরি হয়ে যায়, তবে অ্যাপটি আনইনস্টল করার পদ্ধতিটি বেশ জটিল। হারানোর পরে ফোনটি খোঁজা শুরু হলেই অ্যাপটি আনইনস্টল করা একরকম অসম্ভব। অ্যাপটি নিজে থেকেই সিস্টেম রিস্টোর করতে পারে এবং ফোনের ইউএসবি পোর্ট বন্ধ করে দিতে পারে। অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে https://goo.gl/vKe2Q লিংক থেকে।

PlanB: ফোনে আগে থেকেই যারা নিরাপত্তামূলক অ্যাপ ব্যবহার করেননি, ফোন চুরি হওয়ার পরে তারা অ্যাপ দিয়ে খুঁজতে পারবেন। ফোন হারিয়ে যাওয়ার পরে গুগল পে সাইটে গিয়ে প্যান-বি অ্যাপের ইনস্টল ক্লিক করতে হবে। এরপর অ্যাপটি নিজে থেকেই আপনার চুরি যাওয়া ফোনে ইনস্টল হয়ে যাবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে জিপিএস চালু হয়ে যাবে। ফোনটির অবস্থান বের করার পরপরই একটি ই-মেলের মাধ্যমে গুগল ম্যাপের লিংক-সহ ফোনের অবস্থানটি জানিয়ে দেওয়া হবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে https://goo.gl/y1kAn লিংক থেকে।

Lookout Security & Antivirus: এটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের নিরাপত্তা এবং ব্যাকআপ নেওয়ার অ্যাপ। এতে অ্যান্টিভাইরাস সুবিধাও রয়েছে। পাশাপাশি ফোনে থাকা নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও তথ্য ব্যাকআপ নেওয়ারও সুবিধা পাওয়া যাবে অ্যাপটিতে। আর ফোন হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলে এসএমএসের মাধ্যমে ফোন লক করে দেওয়া বা অবস্থান চিহ্নিত করার সুবিধাও রয়েছে। অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে https://goo.gl/aqETy লিংক থেকে।

Android Device Manager: হারিয়ে যাওয়া ফোনের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য এই অ্যাপটি অনন্য। এই অ্যাপটি ফোনে ইনস্টল করা থাকলে, অন্য কোনো ডিভাইস থেকে খুব দ্রুত ওয়েবে ফোনটির অবস্থান জানা যাবে। এছাড়া ফোন লক করা, ডাটা মুছে ফেলা সুবিধা রয়েছে। অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে https://goo.gl/qHpG0P লিংক থেকে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

রিও অলিম্পিকের টুকিটাকি

৫-২১ আগস্ট ২০১৬ ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় ৩১তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক। রিও অলিম্পিকে পতাকা বহন করেন বাংলাদেশী সিদ্দিকুর রহমান। তিনিই প্রথম যোগ্যতার ভিত্তিতে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেন। রিও অলিম্পিকের টুকিটাকি জানুন এ আয়োজনে।

উদ্বোধন

অলিম্পিক উদ্বোধন হয় ৫ আগস্ট ২০১৬ ॥ ভেন্যু: মারাকানা স্টেডিয়াম ॥ অনুষ্ঠানের থিম: The Evolution of the People of Brazil) ॥ Motto: Live Your Passion ॥ উদ্বোধক: ব্রাজিলের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মাইকেল তেমার ॥ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২৯ জন রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত ছিলেন ॥ মশাল প্রজ্বলনকারী: ব্রাজিলের সাবেক ম্যারাথন দৌড়বিদ ও ২০১৪ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভান্ডারলেই ডি লিমা ॥ অ্যাথলেট-এর পক্ষে অংশগ্রহণকারী: সেইলিং-এ ৫টি অলিম্পিক পদকজয়ী সেইলার রবার্ট স্কেদিত।

- বাংলাদেশের পতাকা বহন করেন গলফার সিদ্দিকুর রহমান। তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রথম বাংলাদেশী।
- উদ্বোধনী মার্চ পাস্টে বাংলাদেশ ১৯তম দল হিসেবে মাঠে প্রবেশ করে।

প্রতিযোগী

মোট প্রতিযোগী ছিল ১১,৫৪৪ জন ॥ সর্বাধিক ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণকারী দেশ: যুক্তরাষ্ট্র; ৫৫৪ জন ॥ সবচেয়ে কম ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণকারী দেশ: ট্যুভালু; ১ জন।

পদক বৃত্তান্ত

সর্বমোট পদক: ৯৭৪টি ॥ স্বর্ণ: ৩০৭টি ॥ রৌপ্য: ৩০৭টি ॥ ব্রোঞ্জ: ৩৬০টি ॥ পদকের মূল্য: স্বর্ণ- ৫৬৫.৬২ ডলার বা ৪৪,২৮০ টাকা, রৌপ্য: ৩১৫ ডলার বা ৪০০ টাকা ॥ পদকজয়ী: ৮৬টি দেশ ও ১টি দল ॥ পদক জয় করতে পারেনি: ১১৯টি দেশ ও ১টি দল ॥ পদকজয়ী অ্যাথলেট: ১,৯১৩ জন ॥ প্রথম স্বর্ণপদকজয়ী ভার্জিনিয়া থারেসা (যুক্তরাষ্ট্র); ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্ট ॥ স্বাগতিক ব্রাজিলের পক্ষে প্রথম স্বর্ণজয়ী রাফায়েল সিলভা; মহিলাদের জুডোতে ৫৭ কেজি ওজন শ্রেণীতে ॥ সর্বশেষ স্বর্ণপদক জয়ী: যুক্তরাষ্ট্র; পুরুষ বাস্কেটবলে ॥ সর্বকনিষ্ঠ স্বর্ণপদকজয়ী: রেন কিয়ান (চীন); বয়স ১৫ বছর ১৮০ দিন; মেয়েদের ডাইভিংয়ে ১০ মিটার প্লাটফর্ম ইভেন্ট।

রিওতে বাংলাদেশ

২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে বাংলাদেশের ৭ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেন। রিও অলিম্পিকে বাংলাদেশ অলিম্পিক দলের ফলাফল–

ক্রীড়াবিদ	ক্রীড়া	ইভেন্ট	স্কোর/সময়	ফলাফল
শ্যামলী রায়	আর্চারি	মহিলা ব্যক্তিগত র‍্যাংকিং রাউন্ড	৭২০-এর মধ্যে ৬০০	৬০ জনের মধ্যে ৫৩তম; সেরা ৩২-এ ওঠার লড়াইয়ে টানা ৩ সেটে হারেন মেক্সিকোর গ্যাব্রিয়েলা বায়ার্দোর কাছে
আবদুল্লাহ হেল বাকি	শুটিং	১০ মি. এয়ার রাইফেল (বাছাইপর্ব)	৬২১.১	৫০ জনের মধ্যে ২৫তম
সিদ্দিকুর রহমান	গলফ	পুরুষ ব্যক্তিগত স্ট্রোক প্লে	-	৬০ জনের মধ্যে ৫৮তম
মাহফিজুর রহমান সাগর	সাঁতার	পুরুষ ৫০ মি. ফ্রিস্টাইল-হিটস	২৩.৯২ সেকেন্ড	৮৫ জনের মধ্যে ৫৪তম
সোনিয়া আক্তার টুম্পা	সাঁতার	মহিলা ৫০ মি. ফ্রিস্টাইল-হিটস	২৯.৯৯ সেকেন্ড	৮৬ জনের মধ্যে ৬৯তম; ৮ জনের হিটে তৃতীয়
শিরিন আক্তার	অ্যাথলেটিক্স	মহিলা ১০০ মি. (বাছাইপর্ব)	১২.৯৯ সেকেন্ড	২৪ জনের মধ্যে ১৭তম; ৮ জনের হিটে পঞ্চম
মেজবাহ আহমেদ	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষ ১০০ মি. (বাছাইপর্ব)	১১.৩৪ সেকেন্ড	২২ প্রতিযোগীর মধ্যে ১৪তম

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

স্বাস্থ্য কথা

কিডনি সমস্যা অবহেলা করছেন না তো!

কিডনি আমাদের শরীরের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রত্যেক মানুষের শরীরে দুটি করে কিডনি থাকে। এর আকার খুব বড় নয় কিন্তু এর কাজ ব্যাপক। যেমন–

- কিডনি আমাদের শরীরের দূষিত পদার্থ বের করে। কিডনি অকেজো হলে শরীরে দূষিত পদার্থ জমে যায়, ফলে নানান উপসর্গ দেখা দেয়।
- কিডনি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করে যা শরীরের অন্যান্য ফাংশন নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, শরীরে রক্ত তৈরি করা। তাই কিডনি অকেজো হলে শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং রক্তচাপ বাড়ে।
- কিডনি আমাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং ইলেকট্রোলাইট (ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম) এর সমতা রক্ষা করে। কিডনি কাজ না করলে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায় যা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ।

কিডনি অসুখকে নীরব ঘাতক বলা হয়। চুপিসারে এই রোগ আপনার শরীরে বাসা বেঁধে ধ্বংস করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে কিডনি ডেমেজ ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাকের পর অবস্থান করছে। শুধু আমেরিকাতে প্রায় ২৬ মিলিয়ন মানুষ কিডনি সম্যায় ভুগছেন।

কিডনি রোগ সাধারণত দুই প্রকার।

১) একিউট কিডনি ইনজুরি (একেআই)
২) ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (সিকেডি)

একিউট কিডনি ইনজুরি

যেসব রোগী হঠাৎ করে কিডনি রোগে আক্রান্ত হন তাদের আমরা একিউট কিডনি ইনজুরি বলে থাকি। সময়মতো যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগের পুরোপুরি নিরাময় সম্ভব। যেসব কারণে একিউট কিডনি ইনজুরি হয় তা হলো–

- ডায়রিয়ার মাধ্যমে শরীরে পানিশূন্যতা।
- কোনো কারণে শরীরে থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।
- সেপটিক শক।
- ভলটারিক জাতীয় ব্যথার ওষুধ এবং
- এমাইনোগ্লাইকোসাইড জাতীয় এন্টিবায়োটিক সেবন ইত্যাদি।

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ

যেসব কিডনি রোগ ধীরে ধীরে (মাস বা বছরের মধ্যে) কিডনির ক্ষতি করে তাদের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বলা হয়। দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা গ্লোমের লোনো ফ্রাইটিস থাকার কারণে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বলা হয়। দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা গ্লোমের লোনোফ্রাইটিস থাকার কারণে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত রোগীরা নিয়মিত চিকিৎসায় রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। তবে, তাদের কিডনি পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না। একপর্যায়ে তাদের নিয়মিত ডায়ালাইসিস অথবা কিডনি সংযোজনের মাধ্যমে ভালো থাকতে হয়। এ চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীরা পুরোপুরি সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন, যদিও চিকিৎসা একটু ব্যয়বহুল।

আতঙ্কের বিষয় হলো বেশির ভাগ মানুষই জানেন না যে তারা কিডনি সমস্যায় ভুগছেন। যা ফলশ্রুতিতে সময়মতো চিকিৎসার অভাবে অকালে হারাতে হচ্ছে প্রাণ। কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখে বুঝে নিতে পারেন আপনার কিডনিটি ভালো আছে কিনা। যেমন–

প্রসাবে সমস্যা: তুলনামূলকভাবে প্রস্রাব কম হওয়া কিডনি রোগের অন্যতম লক্ষণ। শুধু তাই নয়, রাতে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগও কিডনি সমস্যার লক্ষণ। সাধারণত কিডনির ফিল্টার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এ ধরণের সমস্যা দেখা যায়।

প্রস্রাবে পরিবর্তন: কিডনি রোগের একটি বড় লক্ষণ হলো প্রস্রাবে পরিবর্তন হওয়া। কিডনির সমস্যা হলে প্রস্রাব বেশি হয় বা কম হয়। বিশেষত রাতে এই সমস্যা বাড়ে। প্রস্রাব রং গাঢ় হয়। অনেক সময় প্রস্রাবের বেগ অনুভব হলেও প্রস্রাব হয় না।

প্রস্রাবে রক্ত: সুস্থ কিডনি শরীরের ভিতরে রক্তে থাকা বর্জ্য পদার্থ প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে দেয়। কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রস্রাবের সঙ্গে ব্লাড সেল বের হয়। সাধারণত কিডনি পাথর, কিডনি ইনফেকশন হলে এই সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া প্রস্রাবে অনেক বেশি ফেনা দেখা দিলে বুঝতে হবে, প্রস্রাবের সঙ্গে প্রোটিন বের হয়ে যাচ্ছে। প্রস্রাবে অ্যালবুমিন নামক প্রোটিনের উপস্থিতির জন্যই এমনই হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

সাপ্লাই সার্ভিস বিষয়ক ওয়ার্কশপ

সাপ্লাই সার্ভিস বিষয়ক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২৩ আগস্ট, ২০১৬ তারিখ মঙ্গলবার বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন-এর নিজাম হল-এ সাপ্লাই সার্ভিস বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) ও সভাপতি, স্কাউট শপ বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।

ফ্যাসিলেটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান, জাতীয় উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস), মোসাঃ ফরিদা ইয়াসমিন, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব এ এন এম খসরু, সদস্য, স্কাউট শপ বিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনাব জুবায়ের ইউসুফ, সদস্য, স্কাউট শপ বিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন), জনাব মোঃ রুহুল আমিন, উপ প্রকল্প পরিচালক (স্কাউট শতাব্দি ভবন) এবং জনাব মোঃ শামসুল হক, সদস্য সচিব , স্কাউট শপ বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস। সকাল ১০টায় সমবেত কণ্ঠে প্রার্থণা সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ রেজাউল করিম, জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কাজী নাজমুল হক নাজু, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসাবে ভাষণ ও ওয়ার্কশপ এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।

(ক) সাপাই সার্ভিসে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ (খ) মাঠ পর্যায়ে স্কাউট উপকরণ বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণ (গ) অঞ্চল/জেলা/উপজেলা/ ইউনিট পর্যায়ে স্কাউট শপের এজেন্ট নিয়োগের কৌশল নির্ধারণ (ঘ) স্কাউট শপ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পর্যালোচনা ও আধুনিকীকরণের সুপারিশ এই ৪টি বিষয় নিয়ে গ্রুপ ডিসকাশন করা হয়। গ্রুপগুলির নামকরণ করা হয়- সাপ-াই সার্ভিস, ইকুইপম্যান্ট, পার্সেচ, টেন্ডার। ওয়ার্কশপে জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, স্কাউট শপ বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, আঞ্চলিক সম্ভ্রদক, আঞ্চলিক পরিচালক / উপ পরিচালক, স্কাউট শপের এজেন্টগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ উল্লি-খিত বিষয়ের গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে নিম্নের ওয়ার্কশপ সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন।

ওয়ার্কশপের চূড়ান্ত সুপারিশমালাগুলো:

০১. স্কাউট শপে একই ধরনের মানসম্মত স্কাউট পোশাকের কাপড় প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; ০২. ২০১৬ সালের মধ্যে প্রতিটি অঞ্চল ও জেলায় স্কাউট শপ নিশ্চিত করা; ০৩. বিভিন্ন মালামাল দ্রুততার সাথে এজেন্টদের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা; ০৪. আকর্ষণীয় জিনিস (বিভিন্ন সুভিনিয়র) তৈরির উদ্যোগ নেয়া; ০৫. ২০১৬ সালের মধ্যে জাতীয় স্কাউট ভবনের সম্মুখে সুন্দর দৃষ্টিনন্দন অস্থায়ী স্কাউট শপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা; ০৬. স্কাউট শপ আধুনিকীকরণ করা; ০৭. ওয়েব সাইট আপডেট করা; ০৮. স্কাউট শপ কর্তৃক প্রকাশিত বই, দ্রব্যাদির মূল্য শপের ওয়েব সাইটে প্রদান; ০৯. স্কাউট শপে মালামালের গুণগত মান বৃদ্ধি; ১০. স্কাউট শপে এজেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০১৭ সালের মধ্যে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত এজেন্ট নিয়োগ নিশ্চিত করা; ১১. জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শপ কর্ণার স্থাপন করা; ১২. স্কাউট শপে রিডাকশন সেল কর্ণার চালু করা; ১৩. এজেন্টদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ দ্রব্য সামগ্রির কমিশন ২০% নির্ধারণ করা; ১৪. সময়মত মালামাল স্কাউট শপে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; ১৫. অনলাইন স্কাউট শপ চালু করণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ১৬. জাতীয় সদর দফতরে প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে স্কাউট শপ চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ১৭. নিজস্ব বিকাশ এজেন্টের দ্বারা স্কাউট শপের লেনদেন করার সুযোগ তৈরি করা; ১৮. এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে উডব্যাজারদের অগ্রাধিকার দেয়া।

■ প্রতিবেদক: মোঃ শামসুল হক
সদস্য সচিব, স্কাউট শপ বিষয়ক জাতীয় কমিটি

জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অক্টোবর মাসে

আসছে ১৮ অক্টোবর ২০১৬, মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ উক্ত সভা উদ্বোধন করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

কালিয়াকৈর উপজেলায় ইন্দাবা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের আয়োজনে ও গাজীপুর জেলা স্কাউটস-এর আওতায় কালিয়াকৈর উপজেলা স্কাউটস-এর ব্যবস্থাপনায় ১১ থেকে ১৩ আগষ্ট ২০১৬, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয় ইন্দাবা।

উক্ত ইন্দাবায় উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা এবং মুক্ত প্রতিষ্ঠান হতে কাব স্কাউট শাখায় মোট ৮৩ জন এবং স্কাউট শাখায় মোট ২৪ জন ইউনিট লিডার অংশগ্রহণ করে। ইন্দাবা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন হাজী মাওলানা আব্দুল আউয়াল এএলটি, হাজী মোঃ শাহাবুদ্দিন এএলটি এবং মোঃ হোসেন শরীফ, এএলটি।

ইন্দাবা পরিদর্শন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস এলটি, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস ও এ.এইচ.এম মুহসিনুল ইসলাম, পরিচালক, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর। ইন্দাবার উদ্বোধন করেন মোঃ লুৎফর রহমান, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস কালিয়াকৈর উপজেলা ও সভাপতিত্ব করেন হাজী মোঃ শাহাবুদ্দিন এএলটি।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করেন মোঃ ওয়াদুদুর রহমান, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা ও সভাপতিত্ব করেন মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা। উভয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস কালিয়াকৈর উপজেলা, হাজী মোঃ আলতাফ হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা, মোঃ আব্দুল্লাহ আল-আজাদ, জেলা স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা, মোঃ জাহাঙ্গীর কাদের, উপজেলা স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস কালিয়াকৈর উপজেলা, সিকান্দার আলী সরদার এলটি, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এএলটি, মোঃ আমিনুল ইসলাম এএলটি, মীর ফারুক, মোঃ নূরুল আমিন, মোঃ খলিলুর রহমান, জুলহাস আহমেদ, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ কামাল হোসেন প্রমূখ।

উক্ত ইন্দাবায় কিভাবে একজন কাব স্কাউট বা স্কাউট দক্ষতার সাথে কাব স্কাউট প্রোগ্রাম/স্কাউট প্রোগ্রাম অনুশীলন বা সম্পূর্ণ করবে তার জন্য ইউনিট লিডারকে পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

■ খবর প্রেরক: আওলাদ মারুফ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

ভাংগা উপজেলার সমন্বয় সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস, ভাংগা উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে ১১ আগস্ট ২০১৬ ভাংগা উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা স্কাউট সম্পাদক জনাব মোঃ শাহিদুর রহমান বাবু ও উপজেলা স্কাউটস এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমন্বয় সভায় গ্রুপ সভাপতিগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে এবং জাতীয় শোক দিবস উদযাপন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উদযাপনে স্কাউটদের অধিকহারে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। সভায় যে সকল বিদ্যালয়ে কাব স্কাউট ইউনিট লিডার নেই তাদের নির্বাচিত করে ভবিষ্যতে স্কাউট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মাদারীপুর জেলার ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা এর ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা ৫ আগস্ট ২০১৬ জেলা স্কাউট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা ২টি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা জনাব কামাল উদ্দীন বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা স্কাউট সম্পাদক জনাব হারুন অর রশীদ। সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কাউট কমিশনার জনাব খালিদ হোসেন ইয়াদ। প্রধান অতিথি কাউন্সিল সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং বক্তব্যে বলেন- স্কাউটিং কার্যক্রমে গতিশীলতা ধরে রাখার জন্য সঠিক নেতৃত্ব বাছাই করতে সকলকে অনুরোধ জানান এবং এতে তিনি সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন বলে সভাকে জানান।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত ৩ বছরের নিরীক্ষিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়। আগামী অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। অডিটর নিয়োগের জন্য সভায় আহবান করা হয় এবং ৩ সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি গঠন করা হয়। অবশেষে সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কমিটি পূণঃগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়। কাউন্সিলরগণের মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি (পদাধিকার বলে) জনাব কামাল উদ্দীন বিশ্বাস, কমিশনার (সুপারিশকৃত) জনাব খালিদ হোসেন ইয়াদ এবং সম্পাদক জনাব হারুন অর রশিদকে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া সহ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম সম্পাদক পদে কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হয়। অবশেষে সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
ফরিদপুর জোন, বাংলাদেশ স্কাউটস

বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় ওপেন স্কাউট গ্রুপ

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার নোয়াপাড়া একটি বন্যাপ্রবণ গ্রাম। প্রতি বছরই প্রবল বন্যার শিকার হয় এই গ্রামের মানুষ। হাজারো মানুষ যমুনা নদী ভাঙনের শিকার হয়। ঘরবাড়ি চলে যায় অতল যমুনায়। ঘরবাড়ি হারিয়ে মানুষ বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে। এ বছরের প্রবল বন্যায় এ অঞ্চলের মানুষের জনজীবন হয়ে যায় বিপন্ন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ। কিন্তু কি করবে ত্রাণ নিয়ে? তাদের ঘর বাড়ী তো- নেই! রান্না করার মতো কোনো অবস্থা নেই। ঘরবাড়ী পানির নিচে। ব্যতিক্রমধর্মী উপায়ে তাদের পাশে দাড়িয়েছিল ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের স্কাউট ও রোভার সদস্যরা। রোভার এবং স্কাউটরা ইসলামপুরে রাতব্যাপী রান্নার আয়োজন করে বন্যার্ত মানুষজনের খাবারের ব্যবস্থা করে। সকাল হতে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় প্রায় ৭০০ বন্যার্ত মানুষের হাতে তুলে দেয়া হয় সে খাবার। খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দলটির রোভার এ এম নাফিস সাদিক সামী (পিএস), রোভার মোঃ আবু আল সাঈদ সিফাত (পিএস), রোভার মো: সাকিব (পিএস), রোভার অলক দেবনাথ (পিএস), রোভার মো: মাহবুবুর রহমান হৃদয় (পিএস) সহ আরো স্কাউট ও রোভার সদস্যগণ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দলটির স্কাউট শাখার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল (পিএস), রোভার স্কাউট লিডার এস এম এমরান সোহেল (পিআরএস), রেজাউল করিম (পিআরএস)। খাবার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্থানীয়ভাবে সহযোগিতা করেন জামালপুর জেলার রোভার হাসান আলী এবং রোভার সুমন এবং ইসলামপুর উপজেলা স্কাউট লিডার রফিকুল আলম। স্থানীয় চেয়ারম্যান মশিউর রহমান বাদল জানান, বন্যার প্রথম দিকে গ্রামের মানুষের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। বর্তমানে খাবারের রসদ, ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। ওপেন স্কাউট গ্রুপের সদস্যরা একদিনের জন্য তৈরি খাবার বিতরণ করায় তিনি তার প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানান।

■ খবর প্রেরক: রোভার মোঃ সাকিব
সিনিয়র রোভার মেট (প্রেসিডেন্টস স্কাউট)
ইসলামপুর উপজেলা

হাটহাজারী উপজেলার ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল

বাংলাদেশ স্কাউটস হাটহাজারী উপজেলার ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল ১৬ আগস্ট হাটহাজারী পাবর্তী উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব প্রসুন কুমার চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব সাইদা আলম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ সেলিম রেজা। স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার কোষাধ্যক্ষ জনাব ধনলাল মুহুরী, সহকারী কমিশনার (সংগঠন) মোঃ সোলায়মান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন মোঃ চাঁন মিয়া, অর্থ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কোষাধ্যক্ষ অশোক কুমার নাথ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্কাউটস কমিশনার শিমুল মহাজন। কাউন্সিলে উপজেলার আওতাধীন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার ২ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের গ্রুপ সভাপতি ও ইউনিট লিডার উপস্থিত ছিলেন। সর্বশেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আফসানা বিলকিছকে পদাধিকার বলে সভাপতি, মোঃ সেলিম উদ্দিনকে সম্পাদক ও শিমুল মহাজনকে কমিশনার পদে সুপারিশ করে ২৬ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচন পরিচালনা করেন জেলা স্কাউটসের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় ২০১৫ সালে ড. শহীদুল্লাহ একাডেমীর কৃতি স্কাউট মোঃ রাশেদুল ইসলাম ও মোঃ সাদমান ফাহিম প্রেসিডেন্ট স্কাউট'স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে উপজেলা স্কাউটস এর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সেলিম উদ্দিন
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস
হাটহাজারী উপজেলা

শাপলা-পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন

নেছারাবাদ উপজেলা: বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চলের ২০১৬ সালের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের আঞ্চলিক পর্যায়ের মূল্যায়ণ পরীক্ষা গত ২১ জুলাই, ২০১৬ তারিখ স্বরুপকাঠী পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় নেছারাবাদ উপজেলার ৩৯ জন স্কাউট ৬ জন কাব স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। আঞ্চলিক উপ-কমিশনার(প্রোগ্রাম) জনাব এসএম জাকির হোসেন এএলটি, আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ এলটি, সহকারী পরিচালক মোঃ জামাল উদ্দিন পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মঠবাড়ীয়া উপজেলা: বাংলাদেশ স্কাউটস মঠবাড়ীয়া উপজেলার আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়াড ও শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ণ পরীক্ষা গত ২২ জুলাই, ২০১৬ তারিখ কে,এম লতিফ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় মঠবাড়ীয়া উপজেলার ৪৪ জন স্কাউট ও ৩০ কাব অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (অডিট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ রুহুল আমিন, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, উপজেলা স্কাউট লিডার জনাব করিম খান।

পিরোজপুর জেলা: বাংলাদেশ স্কাউটস পিরোজপুর সদর উপজেলার শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্টস স্কাউটস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের আঞ্চলিক পর্যায়ের মূল্যায়ণ পরীক্ষা ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখ শেখ সেলিম পাড়াস্থ জেলা স্কাউট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মুল্যায়নে পিরোজপুর জেলার ২০ জন স্কাউট ৩১ জন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব এসএম জাকির হোসেন এএলটি এবং জনাব হুমায়ূণ কবীর এএলটি।

আগৈলঝাড়া উপজেলা: বাংলাদেশ স্কাউটস, আগৈলঝাড়া উপজেলার শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের বাছাই পরীক্ষা ২৩ জুলাই, ২০১৬ আগৈলঝাড়া মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগৈলঝাড়া উপজেলার ১৯ জন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ ইসাহাক আলি এএলটি ও জনাব মোঃ বাবুল হোসেন সিএএলটি।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন

যতই হোক ক্লেস যুবরাই গড়বে দেশ- এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ১২ আগস্ট, ২০১৬ আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচী পালিত হয়। বরিশাল জেলা প্রশাসন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বেসরকারী সংগঠন ও কীর্তণখোলা ওপেন স্কাউটসের যৌথ উদ্যোগে সকাল ১০টায় যুব র‍্যালী বরিশাল সার্কিট হাউজ থেকে শুরু হয়। র‍্যালীর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক বরিশাল ড.গাজী সাইফুজ্জামান, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মাহবুবা খানম(উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল, ছিদ্দিকুর রহমান সহকারী পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল, আব্দুর রহমান সন্যামত, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,বরিশাল সদর, বরিশাল র‍্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে বাংলাবাজারস্থ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শেষ হয়। র‍্যালী পরবর্তীতে আর্ন্তজাতিক যুব দিবসের আলোচনা সভা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় জেলা প্রশাসক ড. গাজী সাইফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটির সদস্য জেনুন্নেছা আফরোজ এম,পি। সভায় বক্তব্য রাখেন উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-মাহবুবা খানম (উপ-সচিব), যুব সংগঠক ইয়েস বাংলাদেশ সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইসাহাক আলি মিজান, মশিউল আলম নাজমা আক্তার সিমু, প্রশিক্ষক জনাব ইসতিয়াক হোসেন, ছিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। সভায় প্রধান অতিথি আর্ন্তজাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে যুবদের ভুমিকা শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, আজকের যুব সমাজ দেশের মুল চালিকা শক্তি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০৪১ সারের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে যুবদের প্রথমেই জাগ্রত করতে হবে। তিনি দেশের সকল জঙ্গিবাদ ও অপশক্তির প্রতিহত করণে একযোগে কাজ করার আহবান জানা।

১৩৪ ও ১৩৫ তম ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চলের পরিচালনায় বরিশাল সরকারী শারিরীক শিক্ষা কলেজের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্স বরিশাল সরকারী শারিরীক শিক্ষা কলেজ বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ আগস্ট, ২০১৬ তারিখ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত ১৩৪ তম কোর্সের কোর্স লিডার জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিপিএড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব অখিল চন্দ্র দাস, স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল জেলা সম্পাদক ও ১৩৫ তম কোর্সের কোর্স লিডার জনাব মোঃ লুৎফর রহমান এএলটি। কোর্স ২টিতে প্রতিষ্ঠানের ৮২ জন শিক্ষার্থী ও ৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন কোর্স স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দেবাশীষ হালদার এএলটি, ইসাহাক আলি মিজান এএলটি, জনাব ফারুক আলম এএলটি সহ অভিজ্ঞ ১০ জন ট্রেনার মজিবর রহমান সিএএলটি, গাজী আব্দুস ছালাম,সিএএলটি।

■ খবর প্রেরক: মোঃ ইসাহাক আলি মিজান
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, বরিশাল

স্কাউট বেসিক কোর্স: জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

কোর্সে অংশগ্রহণকারী বৃন্দ

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় ও জয়পুরহাট জেলার ব্যবস্থাপনায় ১৫ জন মহিলা ও ৩০ জন পুরুষ প্রশিক্ষনার্থীসহ সর্বমোট ৪৫ জনের অংশগ্রহণে ৩০৭তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স ১৫-১৯ জুলাই ২০১৬ জেলা স্কাউট ভবন, জয়পুরহাটে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে জয়পুরহাট জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, পুলিশ সুপার, জয়পুরহাট মোল্যা নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, জয়পুরহাট জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তাদের অংশগ্রহণ অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরী করে। ১০ জন দক্ষ কোর্স স্টাফ নিয়ে অনুষ্ঠিত কোর্সে আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল জনাব মোঃ নওশাদ আলী, এলটি কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আব্দুর রশিদ
সহকারি পরিচালক
নওগাঁ-জয়পুরহাট জোন, বাংলাদেশ স্কাউটস

পাবনা জেলা স্কাউটস ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল

বাংলাদেশ স্কাউটস পাবনা জেলার ব্যবস্থাপনায় গত ১১ আগষ্ট ২০১৬ জেলা প্রশাসক পাবনা এর সভাকক্ষে পাবনা জেলা স্কাউটস এর ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রেখারানীবালো; জেলা প্রশাসক পাবনা। কাউন্সিল এ উপস্থিত ছিলেন মোছাঃ সালমা খাতুন; অতিরিক্ত জেলা মেজিস্টেট, মোহাঃ নাসির উদ্দিন; জেলা শিক্ষা অফিসার পাবনা, মোঃ আব্দুস সালাম; জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পাবনা। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিডি রাজশাহী অঞ্চল, এডি পাবনা ও সিরাজগঞ্জ, এডি রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ, এবং কাউন্সিল এর কাউন্সিলরবৃন্দ। কাউন্সিল এ সম্পাদক গত ৩ বছরের কার্যবিবরণি তুলে ধরেন। নতুন কাউন্সিলে কমিশনার পদে মনোনিত হন জনাব মোহাঃ নাসির উদ্দিন; জেলা শিক্ষা অফিসার পাবনা, সম্পাদক হন জনাব মির্জা আলি নাসির, কোষাধ্যক্ষ হন মোঃ নওশাদ আলী। কাউন্সিল সঞ্চালনা করেন মোঃ নওশাদ আলী; কোষাধ্যক্ষ পাবনা জেলা স্কাউটস। নতুন সম্পাদক আগামী ৩টি বছর সততা এবং ন্যায়পরায়নতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং স্কাউটিংকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকল উপজেলার স্কাউটদের সহায়তা কামনা করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ শরিফুল ইসলাম
অগ্রদূত সংবাদদাতা, পাবনা জেলা

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ জাতীয় স্কাউট শিক্ষক-২০১৬ হিসেবে ইসতিয়াক হোসেনকে সম্মাননা তুলে দেন

মোঃ ইসতিয়াক হোসেন শ্রেষ্ঠ জাতীয় স্কাউট শিক্ষক

যশোর জিলা স্কুলের গ্রুপ স্কাউট লিডার স্কাউটার মোঃ ইসতিয়াক হোসেন ২০১৬ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। স্কাউটার মোঃ ইসতিয়াক হোসেন ১৯৬৪ সালে ঢাকা জেলার ঐতিহাসিক বিক্রমপুরে লৌহজং থানাধীন পশ্চিম কুমারভোগ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাই বোনের মধ্যে ৩য় সন্তান।

তিনি ১৯৭৯ সালে সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন থেকে মাধ্যমিক , ১৯৮২ সালে বি এএফ এ ডিগ্রী এবং ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলা বিভাগে বি এ অনার্স এম এফ এ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৯২ সালে যশোর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করে ১৯৯৭ সালে বিএড ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৬ সালে যশোর জিলা স্কুলে যোগদান করেন। স্কাউটার মোঃ ইসতিয়াক হোসেন এর সহধর্মীনি সেতারা খানম, মেয়ে ইসরাত জেরিন তুলি, ছেলে মোঃ সাব্বির হোসেন বর্ন। স্কাউটিং স্কাউটার মোঃ ইসতিয়াক হোসেন জীবনের বিশাল একটি জায়গা জুড়িয়ে আছে, থাকবে এটাই তার প্রত্যাশা। প্রতি বছরেই তার প্রচেষ্টায় যশোর জিলা স্কুল থেকে প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে এবং অ্যাওয়ার্ড লাভ করছে। তিনি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী। চাকুরী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জাতীয় শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক হতে পেরে তার স্কাউটিং জীবন ধন্য হলো বলে মহান আল্লাহর নিকট অশেষ কৃপা জানান।

ত্রান বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস, কুষ্টিয়া জেলার ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় গত ১৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে গোয়ালন্দ বাজার রেলওয়ে স্টেশনে ত্রান বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে। ত্রান বিতরণে বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মো: হামজার রহমান শামীম এর সহায়তায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৪০টি পরিবার বাছাই করা হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৪০ টি পরিবারের মাঝে ত্রান বিতরন করা হয়। ত্রান হিসেবে দেয়া হয় চাল, ডাল আটা, তেল, লবন, পিয়াজ, সেমাই প্রভৃতি। ত্রান বিতরণের সময় বাংলাদেশ স্কাউট, কুষ্টিয়া জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মো: খালেদ মাহমুদ, কুষ্ঠিয়া জেলা স্কাউটস এর কর্মকর্তাগণ, গোয়ালন্দ উপজেলা স্কাউটস এর কমিশনার, সম্পাদক, উপজেলা স্কাউট লিডার উপস্থিত ছিলেন। ত্রান বিতরণের সময় কুপন দেখে দেখে দেয়া হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক, ফরিদপুর জোন

বন্যায় বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করলো স্কাউটস দল

ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেয়ায় পদ্মার পানি বিপদ সীমার কাছাকাছি প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়াতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে বেশ কয়েকটি গ্রাম পানিতে তলিয়ে গিয়েছে। ঝুঁকিতে রয়েছে ভেড়ামারা উপজেলা। ভেড়ামারার বাহিরচরের মসলেমপুর গ্রামেও পদ্মার পানি ছুঁই ছুঁই করছে। ধারনা করা হচ্ছে এই গ্রামে পদ্মার পানি ঢুকলে ভেড়ামারা উপজেলা বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পদ্মার পানি যেন মসলেম গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে সে লক্ষে সোমবার দুপুরে ভেড়ামারার বাহিরচরের কফেজান নেছা ও হাজী নিয়ামত উলাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কাউটস দল প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে ঝুকিপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন এবং মসলেমপুর গ্রামের সীমানায় জিকে পাম্প হাউজের পাশে বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ তৈরি করেছে তারা।

স্কাউটস দলের ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দিপনা দেখে এলাকাবাসীও তাদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে বাঁধ তৈরি করেছে। কফেজান নেছা ও হাজী নিয়ামত উলাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কাউটস দলের এই প্রচেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এলাকাবাসী। কফেজান নেছা ও হাজী নিয়ামত উলাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, বিপদে অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোই প্রকৃত শিক্ষা। আমাদের স্কাউটস দল মানুষের জন্য কাজ করছে। এর চেয়ে বড় পাওয়া একজন শিক্ষকের কাছে আর কিছু হতে পারে না।

ফেনীতে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

ফেনী জেলার পশুরাম উপজেলায় দিনব্যাপী স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জুলাই পশুরাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনিরা হক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পশুরাম উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান এনামুল করিম মজুমদার বাদল, জেলা স্কাউটের সম্পাদক জনাব এ.কে.এম ফরিদ আহম্মদ এলটি, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইকবাল হাসান আহম্মদ, সহকারী শিক্ষা অফিসার মিজানুর রহমান, পশুরাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আতাউর রহমান, পশুরাম উপজেলার স্কাউট কমিশনার জয়নাল আবেদীন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪৮ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সকলের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ রহমত উল্যাহ সুমন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ফেনী জেলা

আঞ্চলিক পর্যায়ের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা

২৯ জুলাই শুক্রবার লক্ষ্মীপুর জেলায় আঞ্চলিক পর্যায়ের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার শহীদ স্মৃতি আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় সর্বমোট ১৮ জন কাব অংশগ্রহণ করে।

ফেনী জেলা স্কাউটসের কাব স্কাউটদের ২০১৬ সনের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সম্মানিত লিডার ট্রেনার এবং লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউটসের কমিশনার জনাব কবির আহাম্মদ। পরীক্ষায় মোট ১৩ জন কাব শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

আঞ্চলিক পর্যায়ের পি এস পরীক্ষা

৫ আগষ্ট ২০১৬, লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার শহীদ স্মৃতি আদর্শ সরকারী প্রাথমিকবিদ্যালয়ে স্কাউট শাখার প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পিএস পরীক্ষায় সর্বমোট ৪৮ জন স্কাউট অংশগ্রহণ করে।

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

১০ আগস্ট ২০১৬, রায়পুর উপজেলা স্কাউটসের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় রায়পুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে মোট ৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের কোর্স লিডার ছিলেন জনাব মানিক লাল দেবনাথ লিডার ট্রেনার। কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শারমিন আলম। প্রধান অতিথি প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদ বিতরনের মাধ্যমে কোর্সের সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

■ খবর প্রেরক: কবির আহাম্মদ, এলটি
অগ্রদূত সংবাদদাতা, লক্ষ্মীপুর জেলা

লক্ষীপুর জেলা কমিশনার নির্বাচিত

১৬ আগষ্ট ২০১৬, লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউটসের সভাপতি লক্ষ্মীপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে জেলা স্কাউটসের ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে সাবেক জেলা কমিশনার, শ্যামগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বাংলাদেশ স্কাউটসের লিডার ট্রেনার জনাব কবির আহাম্মদকে ২য় বারের মত আগামী ৩ বছরের জন্য জেলা কমিশনার নির্বাচিত করা হয়।

যানজট নিরসনে রোভারদের দায়িত্ব পালন

বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলার বন্ধন মুক্ত স্কাউট গ্রুপ এর স্কাউট ও রোভাররা মিলে জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে সোনাগাজী উপজেলার বিভিন্ন পয়েন্টে যানজট নিরসনে কাজ করে। উক্ত কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন বন্ধন মুক্ত দলের সভাপতি ও সোনাগাজী পৌরসভার মেয়র এডভোকেট রফিকুল ইসলাম খোকন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বন্ধন মুক্ত দলের সহ-সভাপতি ও সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস এর কমিশনার সুনীল চন্দ্র রায়,বন্ধন মুক্ত দলের সম্পাদক ও সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস এর সম্পাদক মোঃ বেলাল হোসেন, এএলটিসহ প্রমুখ। বন্ধন মুক্ত দলের সিনিয়র রোভার মেট তন্ময় রায় এর নেতৃত্বে তিন দিন ব্যাপি এই কার্যক্রম চলে।

■ খবর প্রেরক: তন্ময় রায়
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ফেনী জেলা

ফেনীতে ৪ দিন ব্যাপী বাদক দল প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলার উদ্যোগে জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২৮-৩১ জুলাই পর্যন্ত চারদিন ব্যাপি 'বাদক দল প্রশিক্ষণ' আয়োজন করা হয়। ২৮ জুলাই বিকাল ৩টায় প্রশিক্ষনের উদ্বোধন করেন জেলা স্কাউটস এর সম্পাদক জনাব এ.কে.এম ফরিদ আহম্মদ, এলটি। প্রশিক্ষণে জেলার ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপে বিশেষ ক্রু-মিটিং

বগুড়ার সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপের বিশেষ ক্রু-মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ আগস্ট এই ক্রু-মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্রু-মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন সান্তাহার সরকারি কলেজ এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. হামিদুল হক, গ্রুপের রোভার নেতা প্রভাষক মো. ইমতিয়াজুল আলম, রোভার নেতা মাশেকা সিরাজী কলি, বাংলাদেশ স্কাউটস মিডিয়া টিমের সদস্য মো. আরমান হোসেনসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এই ক্রু-মিটিং এ রোভার গ্রুপের ক্রু কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়। সাবেক সিনিয়র রোভার মেট মো. আশিক হোসেন সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রুপের রোভার মেট মো. জাহিদ হাসানকে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ক্রু-মিটিং শেষে রোভারদের মাই প্রোগ্রেসবই এবং লগ বই সম্পর্কে বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন নওগাঁ জেলা রোভারের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো. আরমান হোসেন।

রোভার স্কাউটদের ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

নওগাঁর জেলা রোভারের বদলগাছীতে বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপের আয়োজনে ১০ আগস্ট রোভার ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপের সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা'র সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপের সহ-সভাপতি ও উপাধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলাম, রোভার ডে-ক্যাম্পে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফেসর এস.এম ইউনুছার রহমান, বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ফাল্গুনী রাণী চক্রবর্তী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক মোঃ মাহমুদুল হাসান হিরো, বদলগাছী প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি এমদাদুল হক দুলু, সাবেক সিনিয়র রোভার মেট উদয় চন্দ্র মন্ডল, রথিন কুমার চক্রবর্তী।

রোভারিং এর গতি ত্বরান্বিত করণে ও রোভারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রোভারিং সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, কলেজের শিক্ষার্থীদের রোভারিং এ উদ্বুদ্ধকরণ ছিল রোভার ডে ক্যাম্পটির উদ্দেশ্য। সমাপনী অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ, সনদ ও ব্যাজ প্রদানের মাধ্যমে রোভার ডে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘটে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আরমান হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, নওগাঁ জেলা

পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার পরিভ্রমণ

রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট"- অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার পরিভ্রমণ করেছে চারজন রোভার স্কাউট।

২৭ আগষ্ট পরিভ্রমণের শুরু হয়ে ৩১ আগষ্ট কক্সবাজারে পৌঁছে তাদের পরিভ্রমণ শেষ হয়। এই পাঁচদিনে তারা পটিয়া, চন্দনাইশ, দোহাজারী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, চুনতী অভয়ারণ্য, বান্দরবানের কিছু অংশ আজিজনগর, হারবাং, চকরিয়া, ডুলাহাজারা সাফারী পার্ক, মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান, খুটাখালী, ইদগাঁহ, রামু হয়ে কক্সবাজার পৌঁছায়।

পরিভ্রমণের সময় তারা সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও লিফলেট বিতরণ করে, তারা নিরাপদ সড়ক চাই, বাল্যবিয়ে রোধ করা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ চাই, এসো রোভারিং করি, সুন্দর সমাজ গড়ি, মাদকমুক্ত বাংলাদেশ চাই, পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক স্লোগান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা বলে এবং স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করে।

একই সঙ্গে রোভার স্কাউটরা সরকারি, বেসরকারি, দর্শনীয় স্থান, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

পরিভ্রমনে অংশগ্রহণকারী ০৪ জন রোভার স্কাউট হলেন– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র রোভার আবু সায়েম মাসুম, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছাত্র রোভার মোহাম্মদ ফারুখ, চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র জাহাঙ্গীর আলম, চট্টগ্রাম কলেজের গণিত বিভাগের ছাত্র লাবীব মোহাম্মদ তক্বী।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০১৬

২ মে ও ১ জুন ২০১৬, দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ ও দিনাজপুর পৌরসভা,দিনাজপুর জেলা রোভার, দিনাজপুর পরিবেশ ক্লাব এর সহযোগিতায় দিনাজপুর গোড়া এ শহীদ ময়দান বড়মাঠ ও রামসাগড়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০১৬ চালানো হয়। উক্ত অভিযানে জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলম প্রতক্ষ্যভাবে নির্দেশনা ও অভিযানে অংশ নেন, সেই সাথে প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তা, রোভার স্কাউট ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। পরবর্তিতে মাসব্যাপি এই আন্দোলন সচল রাখতে দিনাজপুর জেলা রোভারের রোভারবৃন্দ একনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং বড়মাঠের যেখানে সেখানে ময়লা, আবর্জনা, পরিত্যাক্ত কাগজ, খাবারের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি যাতে না ফেলে সেজন্য সকলকে অবিহিত ও উদ্বুদ্ধ করেন।

■ খবর প্রেরক: অগ্রদূত সংবাদদাতা
দিনাজপুর জেলা

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

মোঃ সাইদুর রহমান
সুনবুলাহ কমপ্লেক্স কাব দল

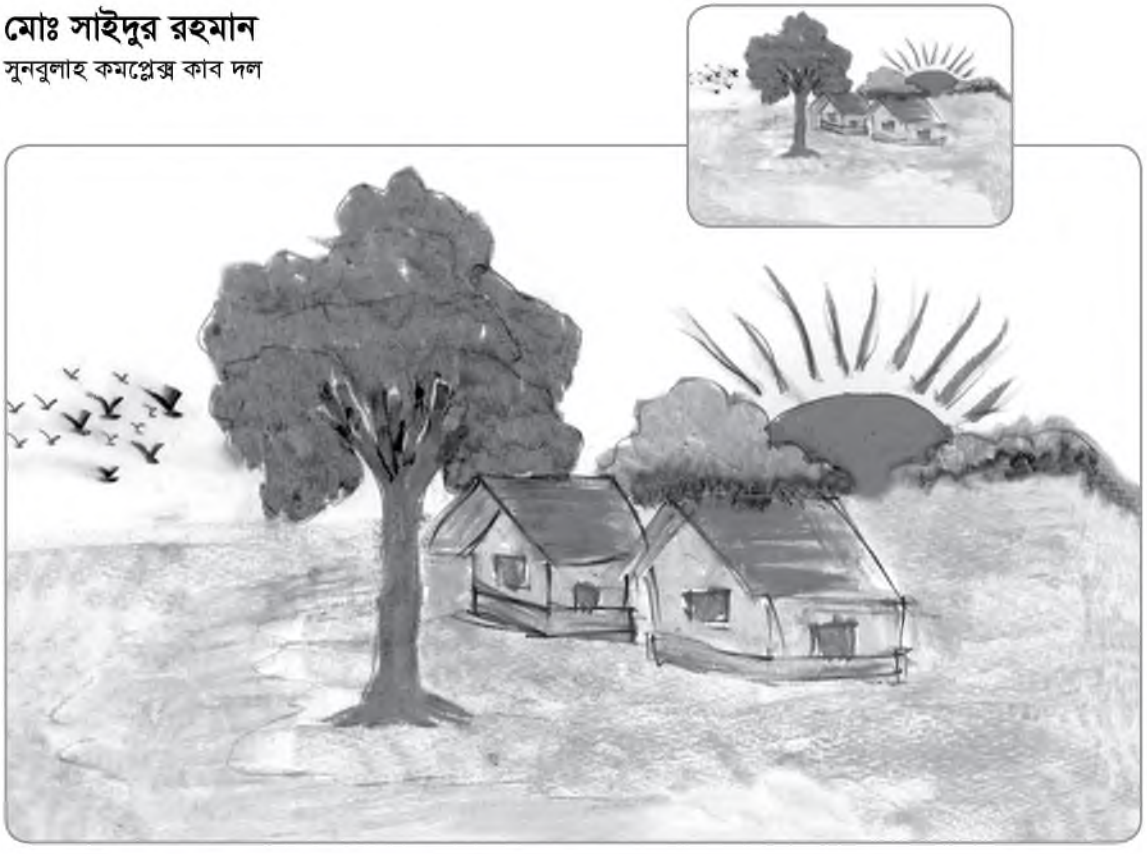

অন্তরা দিব্যি বর্ণা
বহদ্দার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।
- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।
- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts, 60th Year, 9th Issue, September-2016

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Directory in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60 Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578